ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-234 ■ 26 May, 2026 ■ আগরতলা ২৬ মে, ২০২৬ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঝড়-বৃষ্টিতে একাধিক গাছ পড়ে ব্যাহত যান চলাচল, জলমগ্ন হাসপাতাল

আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা

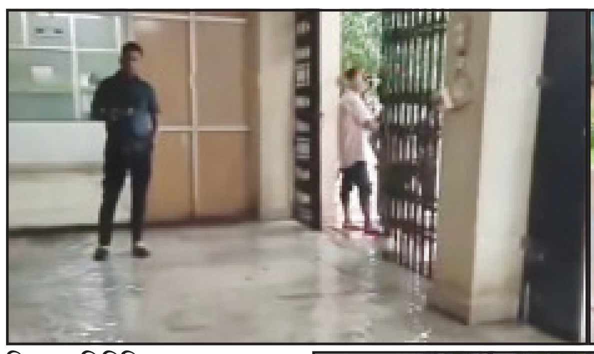

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। সকাল থেকেই আকাশ ছিল ভারী মেঘে ঢাকা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকাই ঝড়ের দাপটে তছনছ হয়ে পড়ে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও মুষলধারে বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চালকরাও। অনেক এলাকায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার পরিস্থিতি।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালের ট্রমা সেন্টার জলমগ্ন হয়ে পড়ায় রোগী ও পরিজনদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। বৃষ্টির জল হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ায় চিকিৎসা পরিষেবাও আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ের তাণ্ডবে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত হয়। চন্দ্রপুর এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর একটি বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়ায় যানবাহন চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ ও যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। এছাড়াও, রাজধানীর মলয়নগর, খয়েরপুর, আমতলী বাইপাস সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘরের দাপটে গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

শুধু তাই নয়, আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা এবং ইন্দ্রনগর এলাকাতেও গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ কেটে সরানোর কাজ শুরু করেন। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টিতে রাজধানীর একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা ফের একবার সামনে চলে এসেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই, ঊনকোটি, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সপ্তাহে ৪ বার বাড়ল জ্বালানির দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। ফের একবার বৃদ্ধি পেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় চাপে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সোমবার নতুন করে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা ৬৪

পেট্রোল ১০৪ টাকা ৯৩ পয়সা
ডিজেল ৯৩ টাকা ৮৩ পয়সা

পয়সা এবং ডিজেলের দাম ২ টাকা ৬৩ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ১০৪ টাকা ৯৩ পয়সা এবং ডিজেলের মূল্য হয়েছে ৯৩ টাকা ৮৩ পয়সা।

জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতি এবং আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ার জেরেই এই মূল্যবৃদ্ধি। গত ১৫ মে থেকে ধাপে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

সপ্তাহে ৫ দিন খোলা সরকারি অফিস

চলবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। এখন থেকে সপ্তাহের প্রত্যেক শনি ও রবিবার সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে অফিস চলাকালীন সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সচিবালয়ে প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আজ মন্ত্রিসভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গিয়ে একথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, এখন থেকে সরকারি কার্যালয় প্রত্যেক শনি ও রবিবার বন্ধ থাকবে। বাকি দিনগুলিতে অফিস সকাল ১০টার পরিবর্তে ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এবং বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬ টায় শেষ হবে। তাছাড়া সম্প্রতি গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের জন্য যে রোস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল তাও আজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সরকারি কর্মচারিকেই প্রতিদিন অফিসে আসতে হবে।

পর্যটন মন্ত্রী আরও জানান, আজকের মন্ত্রিসভায় তিনটি দপ্তরে মোট ৮১টি শূন্যপদে নিয়োগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ৫০টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। যে সকল শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে সেগুলি হলো রিপোর্টার ১৩ টি, এল.ডি.সি. ২৪ টি, কালচারাল অ্যাসিস্টেন্ট ৭টি, ফোক আর্টিস্ট ২টি এবং ১টি করে স্ক্রিপ্ট রাইটার, ট্রান্সলেটার, অ্যাসিস্টেন্ট ফটোগ্রাফার এবং অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান পদ। তাছাড়া পূর্ত দপ্তরের অধীনে ২৬টি এল.ডি.সি. পদে নিয়োগ করা হবে। এই ২৬টি শূন্যপদের মধ্যে ২৩টি জে.আর.বি.টি.-র মাধ্যমে এবং বাকি ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান থেকে নিয়োগ করা হবে। এছাড়া টি.পি.এস.সি-র মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের অধীনে ৫টি ইন্সপেক্টর অফ স্মল সেভিংস পদেও নিয়োগ করা হবে বলে জানান পর্যটন মন্ত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অবস্থার বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে রাজ্যেও ব্যয় সংকোচনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন মিটিং ভার্চুয়ালি করা, ইলেক্ট্রিক এবং সি.এন.জি. ভেহিক্যাল”র ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রশাসনিক পর্যায়ে গাড়ির ব্যবহার কমানো, বড় আকারে রাজনৈতিক সমাবেশ না করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই সকল সিদ্ধান্ত পালনের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারি দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শষ্যের মধ্যেই ভূত !

মাদক কান্ডে গ্রেপ্তার ৪ পুলিশ কর্মীর ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। আইনের রক্ষকরাই যখন অভিযুক্তের কাঠগড়ায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে গোটা আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে ঘিরে। তেলিয়ামুড়া থানার বহুল আলোচিত ফেনসিডিল কাণ্ডে সামনে এসেছে তেমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধারের পর সরকারি নথিতে মাত্র ৫১৮ বোতল বাজেয়াপ্ত দেখিয়ে বাকি অংশ আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে চার পুলিশকর্মীকে। পাশাপাশি তাঁদের সাসপেন্ডও করা হয়েছে। সোমবার ধৃতদের খোয়াই জেলা আদালতে তোলা হলে আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিযুক্ত মহিলা পুলিশ অফিসার শম্পা দাস। এদিকে আদালত তাদেরকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আদেশ দিয়েছেন।

গ্রেফতার হওয়া পুলিশকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড ওসি ইন্সপেক্টর অজিত দেববর্মা, সাব-ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়াং, ওমেন সাব-ইন্সপেক্টর শম্পা দাস এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের তেলিয়ামুড়া ইউনিটের আইসি এএসআই শচীন্দ্র দেববর্মা। রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকরের নির্দেশে ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল আটক হলেও সরকারি নথিতে তার প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল-জুহা

সরকারি ছুটি ২৮ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। পবিত্র ঈদ-উল-জুহা (বকরিদ) উপলক্ষ্যে আগামী ২৮ মে, ২০২৬ তারিখে রাজ্য সরকার সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ব নির্ধারিত ২৭ মে-র পরিবর্তে ২৮ মে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা ওই দিন বন্ধ থাকবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি টাকা সহ আটক বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। এয়ারপোর্ট থানাধীন তেবারিয়া বি.ও.পি-র অন্তর্গত সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি যুবককে আটক করে স্থানীয় জনতা। ধৃত যুবকের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১০ হাজার বাংলাদেশি টাকা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় বামুটিয়া এলাকায়।

আটক যুবকের নাম বিল্লাল শেখ বলে জানা গেছে। তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার চাপাই থানা এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে দাবি করে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদে গোমাতা বলি রুখতে পশ্চিম জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। পবিত্র ঈদ-উল-জুহা বা বকরি ঈদ উপলক্ষ্যে গোমাতা বলি বন্ধের দাবিতে সোমবার পশ্চিম জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল। দুই সংগঠনের উদ্যোগে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল কর্মী পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে গোমাতা বলি নিষিদ্ধ করার দাবিতে স্লোগান তোলেন। পরে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার-এর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। স্মারকলিপিতে ২৭ ও ২৮ মে বকরি ঈদ উপলক্ষ্যে গোমাতা বলি বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। এরপর পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসএসসি জিডি পরীক্ষায় বসতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। এসএসসি জিডি পদে নিয়োগের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে সোমবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বহু বেকার যুবক-যুবতী। খয়েরপুর পল্লী মঙ্গল স্কুল সংলগ্ন ফ্রন্ট ইয়ার এডুকেশন সেন্টারে পরীক্ষা দিতে এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন পরীক্ষার্থীরা।

জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় চাকরিপ্রার্থীদের। পরে সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন, এদিন পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঠিক কী কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হল, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের।

ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দূরদূরান্ত থেকে আসা চাকরিপ্রার্থীরা। তাদের প্রশ্ন, আবার কবে পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে বিষয়টি সমাধান করা হবে, সে সম্পর্কেও সঠিক কোনো উত্তর মেলেনি। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা।

অনেক চাকরিপ্রার্থী জানান, তাদের বাড়ি আগরতলা থেকে অনেক দূরে হওয়ায় রবিবারই শহরে চলে আসেন। কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে, কেউ আবার ভাড়া ঘরে রাত কাটিয়ে সোমবার সকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু শেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ টিসিএস আধিকারিক আইএএসে উন্নীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে ।। ত্রিপুরা প্রশাসনের জন্য আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। রাজ্য প্রশাসনের আরও ছয়জন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস (টিসিএস) আধিকারিক ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (আইএএস)-এ মনোনীত হয়েছেন। রবিবার ভারত সরকারের কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং -এর পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারত সরকারের অবর সচিব কবিতা চৌহান স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের সিলেক্ট লিস্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের নির্বাচিত আধিকারিকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালের বাস্তব চিত্র প্রকাশ্যে আসতেই সংবাদ মাধ্যমকে বয়কট, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ মে ।। সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বাস্তব চিত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হতেই যেন অস্বস্তিতে পড়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর সেই সত্য প্রকাশের ‘শাস্তি’ হিসেবেই এবার সংবাদমাধ্যমকে বয়কট করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে হাসপাতাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরজুড়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের নানা অসংগতি নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। হাসপাতালের ভেতরে নোংরা পরিবেশ, রোগীদের চরম দুর্ভোগ, নিরাপত্তাহীনতা, পরিষেবার অভাব এবং অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে ধরা হয় সেইসব প্রতিবেদনে। সচিত্র রিপোর্টে হাসপাতালের বাস্তব চিত্র সামনে আসতেই সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তবে অভিযোগ, হাসপাতালের এই বেহাল পরিস্থিতি স্বীকার না করে সম্প্রতি হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে নবনির্বাচিত এক বিধায়ক প্রকাশ্যে হাসপাতালের পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্ময় তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমালোচনার বিরুদ্ধে একপ্রকার ‘রক্ষাকবচ’ পেয়েছে বলেও মনে করছে সচেতন মহল।

এরই মধ্যে সোমবার নতুন করে বিতর্কের জন্ম দেয় হাসপাতাল প্রশাসন। এদিন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পাঁচটি নতুন অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, ধর্মনগরের কোনো সংবাদমাধ্যম বা প্রেস ক্লাবকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। পরিকল্পিতভাবেই সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ধর্মনগর প্রেসক্লাব। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রুপক দেবনাথ সরাসরি ফোনে সিএমও দীপক হালদার-এর কাছে জানতে চান, এত বড় সরকারি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমকে কেন ডাকা হলো না এবং কেন সাংবাদিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হলো। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৬ মে, ২০২৬ ইং
১১ জৈষ্ঠ্য, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

কৃষিখাতে বড় চ্যালেঞ্জ

কাগজে-কলমে বা সরকারিভাবে দাম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকিলেও, বাস্তবে খুচরা বাজারে সারের দাম বৃদ্ধি এবং কৃষকদের ভোগান্তি সত্যিই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।সরকার সর্বশেষ ২০২৩ সালে সারের দাম পুনর্নির্ধারণ করিয়াছিল।প্রতি কেজি ইউরিয়া ২৭ টাকা, ডিএপি ২১ টাকা, টিএসপি ২৭ টাকা এবং এমওপি ২০ টাকা। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খুচরা ও ডিলার পর্যায়ে এই মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে সার বিক্রি হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।১,০৫০ টাকার ডিএপি সার অনেক জায়গায় ১,২৫০ টাকা বা তাহার চাইতেও বেশি দামে এবং ১,২৫০ টাকার ইউরিয়া সার ১,৪৫০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হওয়ার খবর মিলিতেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের চড়া দামের কারণে সরকারকে বিশাল অঙ্কের ভর্তুকি দিতে হইতেছে। এই ভর্তুকির বড় একটা অংশ বকেয়া পড়িয়া থাকায় অনেক সময় বেসরকারি আমদানিকারক ও ডিলাররা সরবরাহ লাইনে কৃত্রিম সংকট বা দাম বৃদ্ধির অজুহাত তৈরি করে।দেশের অনেক এলাকায় সারের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সিন্ডিকেট বা খুচরা বিক্রেতারা বোরো বা আমন চাষের পিক-সিজনে কৃষকদের জিম্মি করিয়া অতিরিক্ত টাকা হাতাইয়ায়ে নিতেছে।কাগজে-কলমে সরকার সারের দাম বাড়াইতে না চাইলেও, ডলারের দাম বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ে কঠোর নজরদারির অভাবে কৃষকদের চড়া মূল্যেই সার কিনিতে হইতেছে। এটি সরাসরি ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়াইয়া দিতেছে। যাহা আমাদের সামগ্রিক কৃষিখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

দেশে তেলের দাম বাড়িয়াছে। সারের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে ‘কল্পনাতীত’। এই পরিস্থিতিতে তিনটি জিনিসে নজর দেওয়া প্রয়োজন। জ্বালানি তেল, সার এবং বিদেশি মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ে আপাতত নজর দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, এই পরিস্থিতিতে কোনও ভাবে দেশে ‘ভয়ের উদ্রেক’ করিলে চলিবে না। এ ক্ষেত্রে তাঁহার নিশানায় বিরোধী দলগুলি বলিয়া মনে করা হইতেছে।গত দু’সপ্তাহের কম সময়ে দেশে চার বার বৃদ্ধি পাইয়াছে তেলের দাম। গত ১১ দিনে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭.৩৮ টাকা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার একটি কর্মসূচিতে গিয়া দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিন জিনিসে নজর রাখিবার কথা জানাইয়াছেন। তিনি আরও জানান, সম্প্রতি বিদেশি মুদ্রা বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা-ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার কথায়, “তিনটি এফ ফুয়েল (জ্বালানি), ফার্টিলাইজার (সার), ফোরেক্স (বিদেশি মুদ্রা)-য় নজর দেওয়া খুব দরকার।”নির্মলা জানান, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি অন্যতম ‘চ্যালেঞ্জ’। সেই সঙ্গে সারের দামবৃদ্ধি হইয়াছে ‘কল্পনাতীত’। তাঁহার মতে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের প্রভাব সুদুরপ্রসারী। নির্মলা বলেন, “পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা শুধু কূটনৈতিক বা ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বিষয় নয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, সমস্যা তৈরি হইতেছে কারণ, এই কারণে জ্বালানির দাম বাড়িয়াছে। পণ্যবাহী জাহাজ দেরিতে আসিতেছে। পরিবহণের খরচ বাড়িয়াছে। মুদ্রায় চাপ পড়িতেছে। রফতানির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হইয়াছে।’তবে এই পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিবাচক রহিয়াছে বলিয়া জানান নির্মলা। এর পরে সমালোচকদের দিকেও আঙুল তুলিয়াছেন তিনি। সাধারণ মানুষের সাফল্যও ভুলিয়া যাইতেছেন অনেকে। দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইতে

হইবে। এই পরিস্থিতিতে কোনও ভাবেই ‘আতঙ্কের উদ্রেক’ করা চলিবে না। মনে করা হইতেছে তাঁহার নিশানায় বিরোধী কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান পরিস্থিতির যে ভাবে মোকাবিলা করিয়াছে, তাহারও প্রশংসা করেন নির্মলা। তিনি জানান, পেট্রোল, ডিজেলের দামে শুল্ক ছাড় দেওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে ১ লক্ষ কোটি টাকার টান পড়েছে।

মাঝারি, ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্পে টাকা মেটানো হচ্ছে দেরিতে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নির্মলা। তিনি জানিয়েছেন, সেই কারণে ৮.১ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রয়েছে। যে সব সংস্থা এখনও টাকা মেটায়নি, তাদের ৪৫ দিনের মধ্যে তা মিটিয়ে দিতে বলেছেন নির্মলা। তা না হলে পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।লিটার প্রতি ২.৮৭ টাকা বেড়ে শহরে পেট্রোলের নতুন দাম হয়েছে ১১৩.৫১ টাকা। লিটার প্রতি ২.৮০ টাকা বেড়ে ডিজেলের দাম কলকাতায় হয়েছে ৯৯.৮২ টাকা। গত ১৫ মে সারা দেশে এক ধাক্কায় লিটার প্রতি তিন টাকা বেড়ে গিয়েছিল পেট্রোলের দাম। তার পর ১৯ মে আবার দাম বাড়ে। আরও ৯০ পয়সা করে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পর ২৩ মে, শনিবার ফের ৮৭ পয়সা মূল্য বৃদ্ধি হয়।পশ্চিম এশিয়ার হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ যাতায়াত করে। ভারতকেও এই জ্বালানি বাইরে থেকে কিনতে হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণ করার পর থেকে হরমুজে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাধা পাচ্ছে পণ্যবাহী জাহাজ। তার প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। এই আবহে দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার সুরক্ষিত রাখিতে আগামী এক বছর সোনা না-কেনার পরামর্শও দিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণেও রাশ টানিতে বলিয়াছেন।

চড়িলামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল গোটা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ মে: সোমবার দুপুরে চড়িলামের ফকিরামুড়া এলাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল দেবনাথের বাড়িতে আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, পাশের বাড়িগুলিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা প্রাণভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালেও পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। পরে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে গোটা এলাকাকে রক্ষা করেন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল কর্মীরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

এই ঘটনায় বড় ধরনের প্রাণহানির খবর না মিললেও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ফকিরামুড়া এলাকা। স্থানীয়দের বক্তব্য, দমকল বাহিনী সময়মতো পৌঁছে না এলে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নজরুল

আফতাব চৌধুরী

বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা নজরুল। তাঁর প্রতিভার অন্ত পাওয়া ভার। তিনি শুধু কবি নন, তিনি গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অভিনয় শিল্পী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সম্পাদক এবং অনুবাদক। সবচেয়ে বড় কথা, নজরুল একজন পূর্ণ সংগীত ব্যক্তিত্ব। তিনি গীতিকার, গীতিনাট্য রচয়িতা, গায়ক, সুরকার, সুরস্রষ্টা, সংগীত শিক্ষক, সংগীত পরিচালক। তাঁর জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কেটেছেও সংগীত জগতে। জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে। বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ জৈষ্ঠ্য। দেখা যায়, তার সৃষ্টিশীল জীবন ১৯২০ সালের মার্চ মাস হতে ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই পর্যন্ত, মোট ২২ বছর ৩ মাস তাঁর কেটেছে সংগীত নিয়ে। ১৯৪২ সালের কথা যখন বলছি, তখন বলতে হচ্ছে, ওই সালের ১০ জুলাই বেতারে শিশুদের আসরে দশ মিনিটের একটি কথিকা প্রচারের সময় নজরুল রোগাক্রান্ত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৪১ সালের আগস্টে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ শুনে মধ্যাহ্নেই লিখেন ‘রবিহারা’ কবিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে সেটি তিনি বেতারে প্রচার করেন। কবিতাটি ছিল, ‘ঘুমাইতে দাও শান্ত কবিরে।’ দেখা গেছে, ১৯৪২ সাল কবির পক্ষে খুবই খারাপ সময় ছিল। কবি ও কবিপত্নী দু’জনই শয্যাশায়ী ছিলেন। আয়ের উৎস ছিল না। চরম আর্থিক অনটন চলছিল। বাড়ি ভাড়া প্রদান, চিকিৎসা চালানো ছিল অসম্ভব। এমতাবস্থায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাঁচশো টাকা কবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কবি ওই সালেই মানসিক ভারসাম্য হারালে অক্টোবরে মানসিক চিকিৎসালয়ে ডা. নগেন্দ্রনাথ দে ও ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসু কবির চিকিৎসা করেন। কবির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৪৩ সালে ‘নজরুল সাহায্য কমিটি’ গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যুগ্ম সম্পাদক সুফি জুলফিকার হায়দার ও সজনীকান্ত দাস।

যাক, এখন আবার ফিরে যাচ্ছি কবি নজরুল ও গীতিকার নজরুলের আলোচনায়। অবশ্য বলতে হয়, কবিতা ও গানের মধ্যে আদৌ কোনো বিরোধ নেই। উভয়ের জন্ম একই ভাবাবেগ থেকে। অন্তরস্থ সৃষ্টিশীল আবেগের বাণীমূর্তি প্রকাশ পায় কাব্যে আর সুরমূর্তি জাগে সংগীতে। আবার কাব্য ও সংগীতের মৌলিক উপাদান হলো ধ্বনি। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এই দু’জনের মধ্যেই উৎকৃষ্ট কবিতা ও শ্রেষ্ঠ সংগীতের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। নিশ্চয় তা বাংলা সাহিত্যের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। আরো বড় কথা হলো, বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে দু’জনই ছিলেন দু’ দিকপাল। নজরুলের বেলায় বলা চলে, নজরুল কখনো কোনো ঘাটে তাঁর সৃষ্টির তরি নিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেননি। প্রথমে লেখা শুরু করলেন গল্প, সেটি ত্যাগ করে শুরু করলেন কবিতা, প্রবন্ধ। চলল কিছুদিন। তারপর উপন্যাস। নাটক নিয়েও সময় ব্যয় করলেন। কিন্তু এসবের মধ্যে সংগীত চর্চা চলল সমানে। সজ্ঞান অবস্থার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগীতের সোনার ফসলে তাঁর তরি পূর্ণ হয়ে উঠল।

নজরুলের জীবন ধারায় দেখি, ১৯০৩ থেকে ৮ সাল পর্যন্ত গ্রামের মক্তবে পাঠ শুরু। কিন্তু পাঠ শুরু করলে কী হবে, পিতা কাজী ফকির আহমেদের মৃত্যু হলো কবির মাত্র ৯ বছর বয়সে, ১৯০৮ সালে। বাধ্য হয়ে কবি ১৯১০ সালে লেটো দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। আবার ১৯১১ সালে মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। আবার স্কুল ত্যাগ। লেটো দলে যোগদান। লেখেন দাতা কর্ণ, মেঘনাদ বধ, শকুনি বধ, কবি কালিদাস, আকবর বাদশা প্রভৃতি পালাগান। গান শুনে মুগ্ধ গার্ড সাহেব কবিকে খানসামার চাকরি দেন। বেশিদিন সে চাকরি করলেন না। চাকরি ত্যাগ করে আসানসোলে এম বখশের রুটির দোকানে এক টাকা বেতনে বয়ের চাকরি নিলেন। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা খানমের দৃষ্টি পড়ায় তাঁদের বাড়িতে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি নিলেন এবং সাব-ইন্সপেক্টরের সহায়তায় আবার সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণীর প্রি-টেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন।

দেখা যায়, ১৯১৮-১৯ সালে ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর সাহিত্য চর্চা শুরু। গল্প-কবিতার প্রকাশ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘মুক্তি’। সেটি ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় ওই সময়েই প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালের মার্চে ৪৯নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কবি এসে উঠেন শৈলজানন্দের বাসায়। পরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। ১৯২২ সালের অক্টোবরে প্রথম কবিতার বই ‘যুগবাণী’ প্রকাশিত হবার পর সরকার বইগুলো বাজেয়াপ্ত করে। অবশ্য সেপ্টেম্বরে ‘অর্ধ সাপ্তাহিক ধুমকেতু’ প্রকাশের পরই তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। অবশেষে ওই সালের নভেম্বরে কবিকে গ্রেফতার করা হয় কুমিল্লা থেকে। ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে হয় বিচার। বিচারে এক বছরের সশ্রম কারাদ- হয়। জেলে বসেই কবি রচনা করলেন ঐতিহাসিক ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’। এভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চলে কবির সাহিত্য সাধনা। এল ১৯৩০ সাল। বড় করুণ ওই সাল। বড় মর্মান্তিক। কবির আধ্যাত্মিকতার দিকে পদচারণা শুরু হলো ওই সালে। মে মাসে কবির অতি প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। বসন্তরোগে। মাত্র চার বছর বয়সে। ওই সালের রুবাইয়াত- ই-হাফিজ গ্রন্থটির অনুবাদ পত্রে পিতার আর্জি ছিল, ‘বাবা বুলবুল। তোমার মৃত্যুশিয়রে বসে ‘বুলবুল-ই-সিরাজ’ হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ, যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্থান ইরানের চেয়েও সুন্দর?’

কবির জীবনধারা দেখে বিস্মিত হতে হয়। অফুরন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অফুরন্ত সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব হলো ভাবলে অবাক লাগে। যা হোক, ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। আবার ১৯৭২ সালের ২৪ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং ২৫ মে সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় কবির ৭৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকায় এনে শুধু জন্মজয়ন্তী পালন করেনি, কবিকে রাজকীয় সম্মান দেয়। কবির সুখ- শান্তির জন্য বাড়ি- গাড়ি- ডাক্তার-নার্স সবকিছুর ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ঢাকার পিজি হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনে কবিকে স্থানান্তর করা হয়। এল মহাকবির মহাপ্রস্থানের ১৯৭৬ সাল। ওই বছরের জানুয়ারিতে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার ‘একুশে পদক’ প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। এগিয়ে এল ২৪ মে নজরুল জন্মোৎসব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো শেষ সম্মান জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বলেই হাসপাতালে গিয়ে কবিকে সেনাবাহিনীর ‘আর্মি ক্রেস্ট’ প্রদান করলেন।

২৪ মে-র পরই কিন্তু সময় কড়া নাড়তে শুরু করে। শয্যাশায়ী কবি চলেই যাবেন পরপারের দিকে। এলো ২৭ আগস্ট শুক্রবার বিকাল। দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ২৮ আগস্ট শনিবার উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে গেল। ডাক্তাররা জানালেন, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কবি। কোনো রকমে পার হলো ওই দিন-রাত। ২৯ আগস্ট রবিবার দেহের উত্তাপ বেড়ে ১০৫ ডিগ্রিতে পৌঁছাল। শুরু হলো শেষ চেষ্টা। অক্সিজেন দেওয়া। সাকশন প্রথায় ফুসফুস থেকে কফ বের করার চেষ্টা করলেন চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলাম, ডা. নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী ও নার্স সামসুন্নাহার। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবির যাত্রা শুরু হয়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে। চিরস্তব্ধ দেহ পড়ে থাকল বিছানায়। প্রচারিত হলো কবির মৃত্যু সংবাদ। সাড়ে চারটায় লাখো মানুষের ঢল নামল রমনার সবুজ প্রান্তরে। এ যেন জনসমুদ্র। রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, কবি- সাহিত্যিকরা এবং লাখো লোকের উপস্থিতিতে রমনার সবুজ প্রান্তরে নামাজে জানাজা সম্পন্ন হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের প্রান্তরে সমাহিত করা হলো কবিকে। মরদেহ কবরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত হলো কালেমা শাহাদাৎ। পতাকা অর্ধনমিত হলো। জাতীয় সংসদে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো।

নজরুল এক বিস্ময়। যখনই তাঁকে নিয়ে ভাবী তখনই মনে হয়, এই বিস্ময় পুরুষ বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীতকে যেভাবে জাগরিত করেছেন তা শুধু বাঙালির গর্ব নয়, উপমহাদেশের সকল মানুষের গর্ব। কিন্তু দুঃখ হয়, মুষ্টিমেয় কিছু কায়েমি স্বার্থান্বেষীর কাছে নজরুলগীতি নাকি একদিন প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল দেখে। তথাকথিত অভিজাত মহল নজরুলগীতির অপপ্রচার করেছিল জেনে কষ্ট হয়। মাত্র তেরো বছরে যিনি রচনা করেছেন প্রায় পাঁচ হাজার গান, যা পৃথিবীর অন্য কোনো সংগীত রচয়িতার পক্ষে অসম্ভব এবং অকল্পনীয়, সে পরম সংগীত বিস্ময় পুরুষকে পিছনে ফেলব বলেও পিছনে ঠেলে দেওয়া যায়নি। যুগে যুগে প্রবল প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও নজরুল-সংগীত আপন মহিমায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ ২২০০ গান রচনা করেছেন প্রায় ষাট বছর ধরে, কিন্তু নজরুলে মাত্র তেরো বছরে তাঁর দ্বিগুণের অধিক। তা-ও গান রচনা করেছেন, সুরও দিয়েছেন। নিজেও গেয়েছেন। নতুন রাগ ও সুর সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান। এক সময় নাকি রবীন্দ্রনাথের গান চাপা পড়ে গিয়েছিল সুরের একঘেঁয়েমির জন্য। জানতে পারি, নতুন সুর সৃষ্টির সময় নজরুল জগত সংসার থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। দরজা বন্ধ থাকত। ধ্যানমগ্ন হতেন। গভীর রাতেই চলত সুর সৃষ্টি। অনেক সময় তাঁর চেতনা থাকত না। নজরুলের রাগগুলো নাকি স্বপ্নে ও ধ্যানে পাওয়া। সংগীতের প্রতি অনুরাগ নজরুলের আবাল্য। শুরু থেকেই একদিকে সংগীত রচনা অন্যদিকে করেছেন সুর সংযোগ।

যা হোক, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক সংগীত রচয়িতার শিরোপাসহ সুর যোজনায় এবং নতুন সুর সৃষ্টিতে নজরুল যে অসামান্য অবদান রেখেছেন বাংলা সংগীতে তার দ্বিতীয় নজির নেই। আগামীতেও তাঁর এ রেকর্ড ভাঙবে কিনা সন্দেহ।

নড়বড়ে হচ্ছে সংসারের বন্ধন

বিশেষ প্রতিবেদন।। বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়, পরিবার দিবস পালন তেমনই একটি প্রয়াস। তবে ঘটা করে কোনো নির্দিষ্ট দিন মাস বছর নয়, বরং প্রত্যেক দিনই আসলে পরিবার দিবস। আধুনিক সময়ে এসে মাত্র দুই যুগ ধরে আন্তর্জাতিকভাবে পরিবার দিবস পালন করা হচ্ছে, তবে পরিবারের বয়স কিন্তু দুই যুগ, দুই শতাব্দী বা দুই সহস্রাব্দ নয়।

পরিবার হচ্ছে আদিম যুগের আদিম প্রতিষ্ঠান, মানবসভ্যতার মৌলিক প্রতিষ্ঠান, সৌহার্দ্য-ভালোবাসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। অস্তিত্বের প্রয়োজনে আদিম যুগে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বাস করার প্রবণতা ছিল, সেখান থেকেই মূলত পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি। তখন থেকেই সমাজ গঠনের বিশ্বস্ত ও মৌলিক একক হিসেবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে পরিবার।

আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জোয়ারে পারিবারিক বন্ধন ক্ষয়িষ্ণু। মানুষের পবিত্র আশ্রয়ের অদ্বিতীয় এই সংগঠনটি ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো কারণে, মাঝে মাঝে সভ্যতার এই আদি প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠছে সহিংসতার ভয়ংকর রণক্ষেত্র। পারিবারিক বন্ধন হাল্কা হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক অস্থিরতা ও সহিংসতা- যা নিশ্চিতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সংক্রমিত হচ্ছে। বলতে গেলে আজ বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা, তার শিকড় প্রোথিত এই পারিবারিক অস্থিরতায়। সভ্যতার শুরুই হয়েছে যে সংগঠনটিকে কেন্দ্র করে, সেই সংগঠনের ক্রমবর্ধমান অকার্যকারিতা দেখেই হয়তো আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের ভাবনা মাথায় এসেছে। জাতিসংঘের নির্দেশনায় প্রতি বছর ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পারিবারিক বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়করণ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিই এ দিবস পালনের লক্ষ্য। সমাজের মৌলিক ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবারেই শিশু পায় ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা, মূলত জীবন গড়ে ওঠে এখান থেকেই। মানুষের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠও বলা হয় পরিবারকে। শিশুর মনোজগৎ প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধরন, প্রথা-রীতিনীতি এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুর জীবন-আচরণ গড়ে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরকে বিকশিত করা সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলি নিহিত রয়েছে পরিবারের মধ্যেই।

এক সময় পরিবার বলতে যৌথ পরিবারকেই বোঝাত এবং সব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই পরিবার। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ এর জন্য দায়ী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও পরিবারের কাঠামো আগের মতো নেই। সময়, জীবন, জীবিকা, মানসিকতা ও মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক কারণে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। মা-বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদি সবাই মিলে যে সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ ছিল তা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে পারিবারের ধরন ও ভূমিকায় যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে সামাজিক স্থিরতার বিপরীতে সামাজিক অবক্ষয়ই ঘটছে বলে-কয়ে। ভয়ংকর ব্যাপারটি হচ্ছে, উন্নত জীবনযাপন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়ে এই অবক্ষয়কে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছি। একান্নবর্তী পরিবারের বদলে এখন ফ্ল্যাটভিত্তিক পরিবারের বিকাশ ঘটেছে। এই ছোট ফ্ল্যাটে পরিবার হয়ে আসছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। আত্মীয়দের মধ্যে আত্মায় আত্মায় টানাপড়েনে সামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রায় ছিন্নভিন্ন। এমনকি ধরেই নেওয়া হয় এসব একক পরিবারে আত্মীয়ের আগমন অহেতুক বিড়ম্বনা। বাবা- মায়েরও স্থান হয় না এসব ফ্ল্যাট পরিবারে। আগে যেসব কাজকে পারিবারিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, এখন তা পরিবারের বাইরেই হয়। কারো অসুখ হলে পারিবারিক সেবার চেয়ে হাসপাতালকে প্রাধান্য, শিশুদের লালন- পালন করতে মাতৃক্রোড়ের চেয়ে চাইল্ডকেয়ার সেন্টারকে প্রাধান্য, বৃদ্ধদের পারিবারিক যত্নআত্তি করার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমকেই প্রাধান্য- এসব আধুনিক পরিবারের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এগুলোই নাকি আধুনিক সমাজের স্মার্টনেস! উপার্জনক্ষম সদস্যকে পারিবারিক বন্ধনের বাইরে রাখার প্রবণতা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। শিশু আর বৃদ্ধরা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বলেই পারিবারিক পরিধির বাইরে চাইল্ডকেয়ার সেন্টার ও বৃদ্ধাশ্রমে তাদের সময় কাটছে। পুঁজিবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে ব্যস্ত করে তুলছে এই অজুহাতে যদি আমরা পারিবার ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে গ্রহণ করি, তাহলে মানুষ আর হিংস্র প্রাণির মধ্যে পার্থক্য অচিরেই ওঠে যাবে। বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতার নতুন ধারার যে চিত্র, তা অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ের পত্রিকার পাতাগুলো পারিবারিক হিংস্রতার ভয়ংকর সব খবরে ভরা। ৩০ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংসার করে আসা স্বামী বা স্ত্রী পরকীয়ার কারণে খুন, জন্মদাতা পিতা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষিত, পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা, নিজ স্বার্থ হাসিলে এবং অন্যকে ফাঁসাতে আপন সন্তানকেই হত্যা, মাদকাসক্ত বা সম্পত্তির লোভে সন্তান কর্তৃক পিতামাতা হত্যা- এসব ঘটনা এখন প্রতিদিনই ঘটছে। এসব হত্যাকান্ডের ধরনগুলোও ভয়ংকর রকমের আধুনিক! সমাজ থেকে দয়া, মায়া, মানবিকতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে; সেখানে স্থান করে নিচ্ছে অসহিষ্ণুতা, অসভ্যতা, সহিংসতা ও নৃশংসতা। সামান্য কারণকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর সব নিষ্ঠুরতা চলছে পরিবারের মধ্যেই। যে পরিবারকে নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন- নিরাপদ আশ্রয়, এখন সেই পরিবারই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ জঙ্গল হিসেবে, অনেক ক্ষেত্রে যেন গুয়ানতানামো কারাগার! বিশ্বায়ন প্রপঞ্চের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান সংসার ভাঙার বিষবাষ্প নিয়ে আমাদের দেশে জমজমাট ব্যবসাও করছে। কিছু ভিনদেশি টিভি চ্যানেল আমাদের এখানে অপসংস্কৃতির শিকড় এমনভাবে গেড়ে বসেছে, যেন এরা নৃশংসতা সৃষ্টির স্থায়ী পাঠশালা। এসব টিভি চ্যানেল পারিবারিক কূটজাল বিস্তারের এক গুরুতর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে পরিবারের আকার -প্রকার- কাঠামো নির্ধারণে রয়েছে পুরো একটি মন্ত্রণালয়, সহিংসতা রোধে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা আইন, রয়েছে বিভিন্ন সুরক্ষা বিধিমালা, পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে পারিবারিক আদালত, তবু এসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও পরিবার নামক পবিত্র আশ্রয়কে পবিত্র রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। পরিবার থেকে কোনো সন্তান যদি “কোয়ালিটি টাইম” না পায়, তবে যত শক্ত আইন-কানুনই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তা পারিবারিক সৌহার্দ্য নিশ্চিত করতে পারবে না। পারস্পরিক সময় না বের করতে পারলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তৈরি হবে না। পরিবার নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা প্রথমেই যে কথাটি বলেন, তা হচ্ছে- “পরিবার সভ্যতার আদি বিদ্যাপীঠ”। তা-ই যদি হয়, তাহলে এই আদি বিদ্যাপীঠকেই কার্যকর এবং এখান থেকেই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে আশা করা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। পরিবারের গুরুজনকে পরিবারের মধ্যেই রাখতে হবে, না হলে পরিবারের নবীন সদস্যরা ঐতিহ্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হবে। পরিবার মানুষের পবিত্র আশ্রয়, মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে এই আশ্রয়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত ঠিকানা যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে তার বৈশ্বিক ঠিকানা নিশ্চিতভাবেই অনিরাপদ হয়ে উঠবে। তাই নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজনে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব স্তরেই সংশ্লিষ্ট সবাইর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন জরুরি। তবে পরিবারকে উপেক্ষা করে সমাজের অন্য কোনো মাধ্যমকে যদি প্রাথমিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হয়, তাহলে তা হবে গাছের গোড়া কেটে ডগায় জল দেওয়ার নামান্তর। এই অপকর্মটি এখন শহরজুড়ে চলছে, ক্রমেই গ্রামে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, পারিবারিক ভালোবাসার পরিধি একেবারেই ভেঙেচুরে গেছে, মূল আশঙ্কাটি হলো ভালোবাসার এই পরিধি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং সেই সংকোচনের জায়গাটি নৃশংসতা দ্বারা মহাসমারোহে দখল হচ্ছে। আগেই বলছি, পরিবার শুধু একটি দিবসের ব্যাপার নয়, পরিবার চিরকালের, চিরপবিত্রতার, চির ভালোবাসার। শুধু দিবস পালন করে পরিবারকে সুখী বা শান্তিময় করা সম্ভব নয়। তবে একটি সুন্দর পরিবার, সুখী পরিবারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। কারণ পরিবার অস্থির হলে অস্থির হয়ে পড়বে পুরো বিশ্ব। পবিত্রতার বন্ধন, মূল্যবোধের বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন, সৌহার্দ্যের বন্ধন, সততার বন্ধন, মানবিক বন্ধন- এ সবই পারিবারিক বন্ধনের বিস্তৃত রূপ। আবার বৈশ্বিক নিষ্ঠুরতা, বৈশ্বিক নৃশংসতা, বৈশ্বিক কপটতা পারিবারিক অচলতার বিস্তৃত রূপ। সুতরাং, শান্তিময় পৃথিবীর আশা করলে পরিবারের ভালোবাসা ও মমতার বন্ধনে বেঁচে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হবে অনেক কিছুর; পরিবারেরও। তবে সেই পরিবর্তন যেন মনুষ্যত্বকে নষ্ট না করে। একেকটি পরিবার যেন না হয় সহিংসতার গোলাবারুদ, একেকটি পরিবার যেন না হয় গুয়ানতানামো কারাগার। পরিবার যেন হয় সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার পবিত্র নীড়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার প্রতাপগড়ের ডুকলি ব্লকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

শেয়ার বিক্রির জন্য কোল ইন্ডিয়া, এলআইসি, আইওবি ও আইআরএফসি-কে বেছে নিল কেন্দ্র: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (আইএএনএস): ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে ধাপে ধাপে শেয়ার বিক্রির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেছে নিয়েছে। তালিকায় রয়েছে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাইন্যান্স কর্পোরেশন। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেয়ার বাজারে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকলেই 'অফার ফর সেল' (ওএফএস) প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে সরকার। বাজারে অতিরিক্ত অস্থিরতা তৈরি হোক, তা চাইছে না কেন্দ্র।
খবর অনুযায়ী, কোল ইন্ডিয়ায় সরকারের অংশীদারিত্ব সর্বাধিক ২ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হতে পারে। অন্যদিকে এলআইসি-র ওএফএস জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আনা হতে পারে। পাশাপাশি আইওবি এবং আইআরএফসি-তে অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রির বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় রয়েছে, যদিও বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এর সময়সূচি।
২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সম্পদ নগদীকরণ এবং বিনিয়োগ প্রত্যাহারের মাধ্যমে ৮০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছে কেন্দ্র। সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৩৩,৮৩৭ কোটি টাকার তুলনায় এই লক্ষ্য প্রায় ১৩৫ শতাংশ বেশি।
সরকারের আশা, বৃহৎ কৌশলগত বিক্রি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ওএফএস কর্মসূচির মাধ্যমে কর-বহির্ভূত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্র। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে আইওবি-তে ২.১৭ শতাংশ এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইআরএফসি-তে ২ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করেছে সরকার। এছাড়াও সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-এ ৮ শতাংশ শেয়ার বিক্রির ঘোষণাও করা হয়েছে। এর অ-খুচরো বিনিয়োগকারী অংশ ২.৩৫ গুণ সাবস্ক্রাইব হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে।
বাজেট-পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভার অনুমোদিত সমস্ত বিনিয়োগ প্রত্যাহার প্রস্তাব সরকার এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতে সম্পদ বিক্রির কৌশল অব্যাহত রাখারই ইঙ্গিত মিলেছে।
এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, সরকারের কাছে একটি শক্তিশালী সম্পদ নগদীকরণ পরিকল্পনা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট রূপরেখা অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের কাজ এগোচ্ছে।

সিবিএসই-র নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা কংগ্রেস, প্রশ্নের মুখে শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (আইএএনএস): সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় নতুন 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' (ওএসএম) ব্যবস্থা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, এই নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির কারণে দেশের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
সোমবার সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ দাবি করেন, সিবিএসই-র নতুন অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থা গোটা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
তিনি অভিযোগ করেন, এ বছর দ্বাদশ শ্রেণির পাশের হার ৮৮ শতাংশ থেকে কমে ৮৫ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁর দাবি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ঝাপসা ও অপাঠ্য উত্তরপত্র, ভুল নম্বর প্রদান, ভুল খাতা বরাদ্দ, পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব এবং অস্বাভাবিক পুনর্মূল্যায়ন ফি-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর নতুন ওএসএম পদ্ধতিতে পরীক্ষার উত্তরপত্র স্ক্যান করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছাত্রদের পরিচয় গোপন রেখে কম্পিউটারের পর্দায় শিক্ষকরা মূল্যায়ন করেন।
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-কে নিশানা করে জয়রাম রমেশ বলেন, সমস্যার বিষয়টি সামনে আসার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে শিক্ষামন্ত্রী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আগে থেকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই এই ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, "যিনি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই শিক্ষামন্ত্রী এখন নিজেকে রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে এখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কানপুর-কে আনা হচ্ছে।"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, সিবিএসই ও শিক্ষা মন্ত্রক কেন এই নতুন ব্যবস্থা চালুর আগে যথাযথ পরিকল্পনা করেনি এবং কেন সরকারি প্রতিক্রিয়া জানাতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লেগেছে।
কেন্দ্রকে আরও আক্রমণ করে জয়রাম রমেশ বলেন, "শিক্ষামন্ত্রী দেশের কাছে পদত্যাগের ঋণী এবং প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে কেন এমন একজন মন্ত্রীকে এতদিন দায়িত্বে রাখা হয়েছে, যিনি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছেন।"

অসমে নারী-ন্যায় ও সমতার পথ খুলবে ইউসিসি বিধানসভায় বিল পেশের পর দাবি অতুল বরার

গুয়াহাটি, ২৫ মে (আইএএনএস): অসম বিধানসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল পেশের পর রাজ্যের মন্ত্রী অতুল বোরা সোমবার দাবি করেছেন, এই আইন সমস্ত নাগরিককে একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইনের আওতায় আনবে এবং বিশেষ করে মহিলাদের জন্য সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র হয়ে বিধানসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল, ২০২৬ পেশ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অতুল বরার বক্তব্য, প্রস্তাবিত আইন সংবিধানের সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তিনি বলেন, "আজ আমরা ইউসিসি বিল পেশ করেছি। আমাদের দেশ ও অসমে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। ইউসিসির মূল লক্ষ্য হল সব নাগরিককে একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইনের আওতায় আনা।"
মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা ব্যক্তিগত আইন রয়েছে। তাঁর দাবি, এই পৃথক আইনগুলির কারণে সমাজে বৈষম্য এবং বিভাজন তৈরি হয়েছে।
অতুল বরার কথায়, "ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আইন সমাজে অসাম্য এবং বিভাজনের জন্ম দিয়েছে। ইউসিসি সেই ভারসাম্যহীনতা দূর করার চেষ্টা করবে।"
তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগের মেয়াদে বিধানসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলে নতুন বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই ইউসিসি আনা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই বিলটি পেশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
অতুল বরার দাবি, এই আইন বিশেষ করে মহিলাদের অধিকারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে। তাঁর মতে, বর্তমান কিছু ব্যক্তিগত আইনে এমন বিধান রয়েছে যা নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। ইউসিসি কার্যকর হলে পুরুষদের সমান অধিকার মহিলারাও ভোগ করতে পারবেন।
তিনি আরও বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি এই আইনের মাধ্যমে মহিলারা ন্যায়বিচার পাবেন। সংবিধান যে সমতা, ন্যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে, এই বিল সেই আদর্শেরই প্রতিফলন।"
উল্লেখ্য, সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে অসম বিধানসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল, ২০২৬ পেশ করেছে রাজ্য সরকার। এই বিলকে ঘিরে আগামী দিনে রাজ্যে তীব্র রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ক তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ধান সংগ্রহে গতি না এলে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি হরিশ রাওয়ের

হায়দরাবাদ, ২৫ মে (আইএএনএস): আগামী দু'দিনের মধ্যে ধান সংগ্রহের কাজ দ্রুত শুরু না হলে হাজার হাজার কৃষককে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন তেলঙ্গানা বিধানসভায় বিরোধী দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি-র উপনেতা টি. হরিশ রাও।
সোমবার সিদ্দিপেট আরবান মণ্ডলের এনসানপল্লি গ্রামের একটি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে কৃষকদের সমস্যার কথা সরাসরি শোনেন প্রাক্তন মন্ত্রী। সেখানে বহু কৃষককে দীর্ঘদিন ধরে ধান শুকানোর মাঠে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে।
পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি ধান সংগ্রহ নিয়ে রাজ্য সরকারের 'ব্যর্থতা'র কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সরকারের কৃষকদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা বা সহানুভূতি নেই।
হরিশ রাও বলেন, "ইউরিয়া সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং 'রাইথু বন্ধু' প্রকল্পের অর্থ প্রদান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর এখন কৃষকদের উৎপাদিত ধান কেনার ক্ষেত্রেও সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।"
তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে. চন্দ্রশেখর রাও-র আমলে এমন দুর্দশা কখনও দেখা যায়নি। এমনকি অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের সময়ও কৃষকদের এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
বিআরএস নেতা বলেন, রাজ্যে প্রায় ১.৪০ কোটি টন ধান উৎপাদন হলেও খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রী উত্তম কুমার রেড্ডি আগে ৯০ লক্ষ টন ধান কেনার আশ্বাস দিয়েছিলেন, এখন তা কমিয়ে ৭০ লক্ষ টনে নামিয়ে এনেছেন।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, "তাহলে কি বাকি ৭০ লক্ষ টন ধান কৃষকদের দালালদের কাছে কম দামে বিক্রি করতে হবে?"
হরিশ রাওয়ের অভিযোগ, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। তিনি দাবি করেন, অতীতে কেন্দ্র ধান কিনতে অস্বীকার করলে কে চন্দ্রশেখর রাও দিল্লিতে আন্দোলন করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভান্ত রেড্ডি-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আপনি যদি সক্ষম হন, তবে দিল্লিতে গিয়ে কৃষকদের স্বার্থে লড়াই করুন। কৃষকদের বিপদে ফেলে রাখবেন না।"
তাঁর আরও অভিযোগ, ধানকল মালিকরা কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং প্রতি বস্তায় অন্তত ৪৩ কেজি ধান না থাকলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন। এর ফলে কৃষকদের প্রতি একরে প্রায় ১৫০ কেজি ধানের ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
হরিশ রাও আরও বলেন, "রাজ্যের কোনও মন্ত্রী এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ কেন্দ্র পরিদর্শনে যাননি। মিট্টাপল্লি, নাঙ্গানুর ও চিন্নাকোদুরে কৃষকরা পথ অবরোধ করলেও সরকারের কোনও সহানুভূতি নেই।"
তিনি দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ধান সংগ্রহ হয়েছে, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির কারণে ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে বলে তাঁর অভিযোগ।
এছাড়াও তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন শুকানোর মাঠে ইতিমধ্যেই ১০ থেকে ১২ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে অপহরণ-খুন মামলার পলাতক অভিযুক্ত দিল্লিতে গ্রেফতার, চাঞ্চল্যকর ঘটনার কিনারা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার এক অপহরণ ও খুনের মামলায় পলাতক এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপরাধের পর অভিযুক্ত দিল্লিতে পালিয়ে এসেছিল। দিল্লি ও ঝাড়খণ্ড পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে।
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, গত ২১ মে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বরিও থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়, যখন চাম্পাই মারান্ডি নামে এক ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। তদন্ত চলাকালীন খুনের প্রায় ১০ দিন পর জঙ্গল এলাকা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এরপর মামলায় খুনের ধারা যুক্ত করা হয়।
তদন্তে উঠে এসেছে, মৃত চাম্পাই মারান্ডিকে শেষবার অভিযুক্তদের সঙ্গে মদ্যপান করতে দেখা গিয়েছিল। অভিযোগ, খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতে অভিযুক্তরা দেহ জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।
দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হেড কনস্টেবল গৌরব গোপন সূত্রে খবর পান যে অভিযুক্ত সুখদেব মুর্মু ওরফে তালা দিল্লির যমুনা বাজার এলাকার হনুমান মন্দিরের কাছে অবস্থান করছে। সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত নিজের সহযোগীদের সঙ্গে খুনে জড়িত থাকার কথা কয়েকজনের কাছে স্বীকারও করেছিল।এই তথ্য ঝাড়খণ্ডের বরিও থানার পুলিশ যাচাই করে নিশ্চিত করে। পরে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ যমুনা বাজার এলাকায় নজরদারি শুরু করে এবং ফাঁদ পাতে। গত ২৪ মে সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সুখদেব মুর্মুকে গ্রেফতার করা হয়।জেরায় অভিযুক্ত জানায়, গত ১২ মে সহ-অভিযুক্ত বাবুজি মারান্ডি, মঙ্গল টুডু এবং মৃত চাম্পাই মারান্ডির সঙ্গে সে মদ্যপান করছিল। সেই সময় তর্কাতর্কির জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপর চাম্পাই মারান্ডিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় এবং সুখদেবও এই অপরাধে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে।
পুলিশ জানিয়েছে, সুখদেব মুর্মু সাহেবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা এবং পেশায় কৃষি শ্রমিক। তিনি নিরক্ষর এবং মদ্যপানে আসক্ত বলেও তদন্তে জানা গিয়েছে।গ্রেফতারের পর ঝাড়খণ্ড পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে একটি দল দিল্লিতে এসে আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

বুদগামে নাবালিকার ধর্ষণ-খুনে শোক ও ক্ষোভে ফুঁসছে কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২৫ মে (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলায় ১২ বছরের এক নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গোটা কাশ্মীর জুড়ে শোক, ক্ষোভ এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নৃশংস এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উপত্যকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।
রবিবার বুদগামের গালওয়ানপোরা এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। গত ২৩ মে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শিশুদের সেমিনারি 'দারসগাহ'-এ যাওয়ার পথে সে নিখোঁজ হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।
মুসলিম সম্প্রদায় যখন পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময় এই মর্মান্তিক ঘটনা গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় বুদগাম থানায় এফআইআর নম্বর ১৩৯/২০২৬ দায়ের হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে এটি অপহরণ, ধর্ষণ এবং খুনের মামলা বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় কয়েকজন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ঘটনার পর জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা পুলিশ মহাপরিচালক ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "মধ্য কাশ্মীরের বুদগামে এক কিশোরীর হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগজনক। আমাদের সমাজ কোন দিকে এগোচ্ছে, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আমাদের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, "এই ঘটনায় আমি ভেঙে পড়েছি। ধর্ষণের অভিযোগ বিষয়টিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আমাদের শিশুরা আদৌ নিরাপদ কি না।"
সৈয়দ আলতাফ বুখারী বলেন, "এমন বর্বর অপরাধ শুধু পশুসুলভ মানসিকতার কেউই করতে পারে। অপরাধীদের দ্রুত কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।"
কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ উমর ফারুক বলেন, "আমাদের সমাজ কোথায় যাচ্ছে, যদি শিশুরাও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে নিরাপদ না থাকে? এই ঘটনা সকলের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে।"
এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের শিক্ষামন্ত্রী সাকিনা ইতু মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং দ্রুত সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন।ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে বুদগামের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে।

ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলা: সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে স্বস্তি, বললেন পরিবারের আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (আইএএনএস): প্রাক্তন অভিনেত্রী-মডেল ত্বিশা শর্মা-র মৃত্যুর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করলেন পরিবারের আইনজীবী অনুরাগ শ্রীবাস্তব।
সোমবার তিনি বলেন, এতদিন পরিবারের অভিযোগ গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু শীর্ষ আদালতের পদক্ষেপে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।
আইএএনএস-কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়। এমন একটা সময় ছিল যখন ত্বিশার পরিবারের কথা কেউ শুনছিল না। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিল। গত আট-দশ দিনে যা কিছু ঘটেছে, সুপ্রিম কোর্ট তা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়।"
তিনি জানান, মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো-এর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ। পরিবারের মূল দাবি ছিল, দ্রুত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর কাছ থেকে তদন্ত সরিয়ে সিবিআইয়ের হাতে দেওয়া হোক।
শ্রীবাস্তব আরও জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত তুশার মেহতা সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বাস দিয়েছেন, তদন্ত হস্তান্তরের বাকি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
আইনজীবীর দাবি, সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে দ্রুত তদন্ত শুরু করে উভয় পক্ষের সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করার নির্দেশও দিয়েছে। আদালত চায় নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হোক এবং সমস্ত প্রমাণ সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হোক।
ত্বিশার শাশুড়ি এবং মামলার অভিযুক্ত গিরিবালা সিং-এর প্রসঙ্গ তুলে শ্রীবাস্তব বলেন, অভিযুক্তের সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিও আদালতের নজরে এসেছে। তাঁর কথায়, "আদালত বলেছে, এখন থেকে এই মামলার সমস্ত বিষয় সিবিআইয়ের সামনে উপস্থাপন করা উচিত।"
তিনি আরও বলেন, তদন্তে কোনও গাফিলতি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতিত্ব দেখা গেলে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও ব্যবস্থা নিতে পারে।
এদিকে আইনজীবী সীমা সমৃদ্ধি কুশওয়াহা-ও ত্বিশার মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন।
তিনি বলেন, "আপনারা দেখেছেন কীভাবে গিরিবালা সিং জামিন পাওয়ার পর সংবাদমাধ্যমে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করবে এবং সঠিক তদন্ত হবে।"
আত্মহত্যার তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "ত্বিশা ফোনে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ফোন কেটে যায়, পরে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। আধঘণ্টার মধ্যে কীভাবে আত্মহত্যা সম্ভব? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"
তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, ত্বিশার উচ্চতা, দেহে আঘাতের চিহ্ন এবং ঝুলন্ত অবস্থার পরিস্থিতি নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, "যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কী ব্যবহার করেছিলেন? চেয়ার না স্টুল? স্বামী সমর্থ সিংয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর মা বিছানার উপর উঠে দেহ নামানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ত্বিশা সেখানে পৌঁছলেন কীভাবে?"
আইনজীবীর আশা, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ত্বিশার পরিবার ন্যায়বিচার পাবে।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের টেকনো ইন্ডিয়ার সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

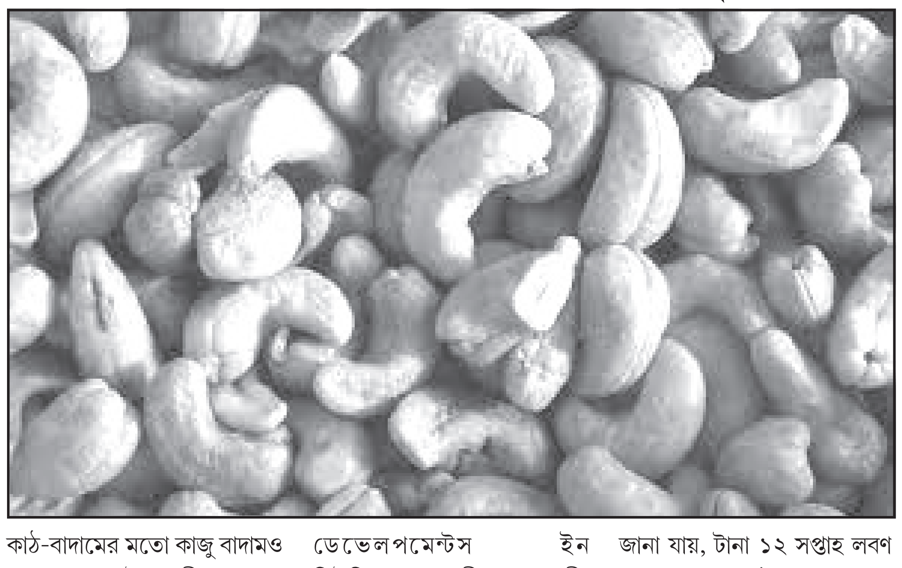

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে ‘ইট দিস ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার। ২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি’র ‘ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি’র ‘ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন’য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার’য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের ‘কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন’য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি ‘ট্রাইগ্লিসারাইড’য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে ‘এলডিএল’ ও ‘এইচডিএল’। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল’য়ের মাত্রা কম আর ‘এইডিএল’য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে ‘আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন’য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল ‘এলডিএল’য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে ‘জার্নাল অব নিউট্রিশন’য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল ‘এইচডিএল’য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে:২০০৭ সালে, ‘ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন’ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের ‘জার্নাল অব নিউট্রিশন’য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং ‘এইচডিএল’য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে। কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম’য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ‘ফ্রি র‌্যাডিকেল’য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

তীব্র তাপপ্রবাহ আসছে, ২০৫০ সালের আগেই সতর্কবার্তা বিশ্বব্যাঙ্কের

বিশ্বব্যাঙ্কের সতর্কবার্তা: ২০৫০ সালের মধ্যে তাপপ্রবাহ হবে ‘নীরব ঘাতক’। চরম ঝুঁকিতে শহুরে দরিদ্ররা। এই বিপর্যয় মোকাবিলায় শীতল ছাদ ও সবুজায়নের মাধ্যমে এখনই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। বিস্তারিত পড়ুন এখানে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই বাড়ছে দহন জ্বালা। আবহাওয়া দপ্তরের মতে,’গরমের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার হতে পারে।’ বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট তাপপ্রবাহ নিয়ে এক সাংঘাতিক তথ্য সামনে এসেছে, যা মানুষের আগামী দিনে বেঁচে থাকার লড়াইকে আরও অনেক বেশি কঠিন করে তুলবে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহের তীব্রতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। এই দুর্যোগের প্রভাব সবথেকে বেশি পর্বে দরিদ্র মানুষের ওপর। বিশেষ করে এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন হ্যান্ডবুক অনুযায়ী,তাপমাত্রার দ্রুত বৃদ্ধি আধুনিক শহরগুলির জন্য সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের দাবি, দক্ষিণাঞ্চলের সবথেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলের নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর মানুষের জীবন এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে চরম তাপপ্রবাহের কবলে পড়া দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৭০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা রীতিমতো উদ্বেগের। বিশ্বব্যাঙ্ক এই চরম তাপপ্রবাহকে “নীরব ঘাতক” বলে অভিহিত করেছে। এটি মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতির মুখে ফেলবে। এছাড়া এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক জিডিপি ১.৪ শতাংশ থেকে ১.৮ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পাবে। তাপ থেকে বাঁচতে বিশ্বব্যাংক “শীতল ছাদ” তৈরির পরামর্শ দিয়েছে। বাড়ির ছাদে সাদা রং করলে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপ কমানো সম্ভব। শহরগুলিতে অত্যধিক কংক্রিটের দালান ও গাছপালার অভাবে তাপমাত্রা গ্রামের তুলনায় ৩-৪ ডিগ্রি বেশি থাকে। গাছ না থাকা ও খনিজের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে শহরগুলো ধীরে ধীরে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানো ও ছোট বন তৈরী করা খুব জরুরি। এটি প্রাকৃতিক ছায়া ও শীতলতা বজায় রাখে। এছাড়া বাড়িরই ভিতর পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও কংক্রিটের বদলে আধুনিক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

তিন উপসর্গ দেখেই বুঝতে পারবেন থাইরয়েডের সমস্যা বেড়েছে কি না

থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। থাইরয়েডের সমস্যা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও, ইদানীং বহু পুরুষও নানা কারণে এমন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত বয়স বাড়লে এই ধরনের ক্রনিক সমস্যা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি যেই থাইরক্সিন হরমোনের সৃষ্টি করে, তার মাত্রা প্রয়োজনের থেকে বেশি বা কম হওয়াতেই এই সমস্যাগুলি দেখা দেয়। থাইরক্সিন হরমোন মূলত বিপাকের ক্ষেত্রে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই হরমোনের মাত্রা শরীরে অত্যধিক বেশি বা কম হয়ে গেলে তা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে কয়েকটি উপসর্গ ফুটে ওঠে পায়ের পাতায়। সতর্ক হোন সেই সব দেখেই। পায়ে চুলকানি: হাইপোথাইরয়েডিজমের (থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়া) একটি সাধারণ উপসর্গ হল পায়ে অস্বস্তি হওয়া। ধীরে এটি শুধুমাত্র পা নয়, মাথার ত্বক, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড হলে মূলত শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। ত্বক অত্যধিক রুক্ষ হয়ে পড়ে বলে ত্বকে অস্বস্তি শুরু হয়। কোনও কারণ ছাড়াই এই অস্বস্তি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

পায়ের পাতায় ব্যথা: থাইরয়েডের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল পায়ের পাতায় ব্যথা। থাইরয়েড যে গ্রন্থি হরমোন তৈরি করে, তা শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন সেই হরমোন ঠিক করে কাজ করে না, তখন পায়ের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়। পায়ে যদি মাঝেমাঝেই ব্যথা হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে থাইরয়েডের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। শুষ্ক পায়ের তলা: শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া হরমোন যদি ঠিক করে কাজ না করে, তখনই এমন সমস্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে, শরীরে তেল এবং ঘামের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে পড়ে। গোড়ালি ফাটার সমস্য বেড়ে যায়।

বৈঠকি আড্ডা জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক

সব মরসুমে সন্ধ্যাবেলায় ভাজাভুজি খেতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল, সামনে পছন্দের খাবার আর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হলে আর কী চাই! তবে বাজারের তেলেভাজা কিন্তু একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। বাড়িতেই তাই বানিয়ে ফেলতে পারেন মনের মতো নাস্তা। আড্ডার আসর জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক। রইল রেসিপি। উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস (টুকরো করে কাটা), আধ কাপ টক দই, ২টি পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ আদা কুচি, ৭-৮ কোয়া রসুন, ৪-৫টি কাঁচা লঙ্কা,১ কাপ ধনেপাতা, ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ আমচুর গুঁড়ো, ৪ টেবিল চামচ মাখন, ৩-৪ টুকরো কাঠকয়লা ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল স্বাদমতো নুনৃ প্রণালী: পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। একটি বড় বাটিতে প্রথমে ফেটানো টক দই দিন। তাতে বেটে রাখা মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর গুঁড়ো, নুন আর সর্ষের তেল মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে মাংসের টুকরোগুলি ভাল করে মেখে ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। তার পর মাংসের টুকরোগুলি কবাব স্টিকে গেঁথে নিন। এ বার ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে কবাবগুলি হালকা হালকা করে ভেজে নিন। কবাবগুলি একটি বাটিতে রেখে অপর একটি বাটিতে কাঠকয়লা গরম করুন। বড় বাটির মধ্যে ছোট বাটিটা রেখে তার উপরে ঘি দিয়ে চাপা দিন। রান্না করা মাংসের টুকরোর সঙ্গে কাঠকয়লার বাটি এ ভাবে অন্তত আধ ঘণ্টা রাখুন। কাসুন্দি আর মেয়োনিজের মিশ্রণের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্শিদাবাদি চিকেন স্যাসলিক।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম। বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের ‘হোপিটাল পল ব্রুসে’র ‘ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল’য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। আর ‘ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া’র ‘ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি’র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০’য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।

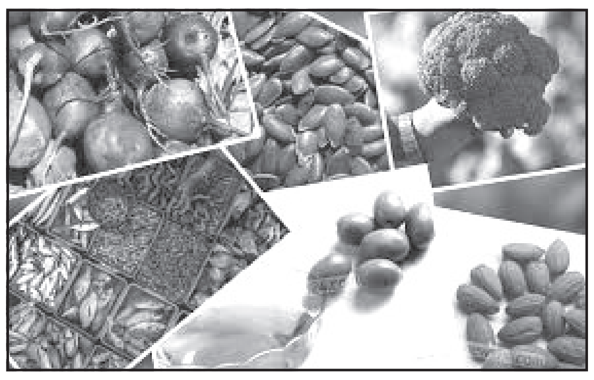

তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে। বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো’র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার।

ইটদিস ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, “বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।” তৈলাক্ত মাছ: ‘দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক’য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, “মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।” তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে। ‘ডিশ অন ফিশ’য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনারের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ‘ডিএইচএ’ এবং ‘ইপিএ‘য়ের ভালো উৎস। ক্লেইনার বলেন, “ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর ‘ইপিএ’ মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী। “তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ” বলেন, ‘টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম’য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র‌্যাচেল ফাইন। তিনি আরও বলেন, “এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।” ফাইন আরও বলেন, “তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।” কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। তার মতে, “কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।” লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর ‘বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার’য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, “যারা বিগত তিন বছর ধরে মনো আনস্যাচুররেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।” ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা’র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। “ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী” বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন। জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন। তিনি বলেন, “জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।” তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে আরো বিপদ হতে পারে

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিন। দেহে প্রোটিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আপনি যদি আগেভাগেই প্রোটিন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তাহলেই মুশকিল। প্রোটিন এমন একটি পুষ্টি যা, পেশির বিকাশের বাইরেও ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে, টিস্যু মেরামত করতে এবং মেজাজকে উন্নত করতে সাহায্য করে। ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণ থেকে প্রোটিন গঠিত হয়। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে নানা রোগ দেখা দিতে পারে, যা ইউরিক অ্যাসিডের সমান বা তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে। মাসল মাস প্রোটিন: পেশির গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। তাই দেহে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনার পেশিও দুর্বল হয়ে পড়বে। পেশির কার্যক্ষমতা কমে যাবে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা-যন্ত্রণা বাড়বে। ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে: দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়লে দেহে সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি বেড়েছে। প্রোটিন দেহে অ্যান্টিবডি গঠনে সাহায্য করে, যা সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই প্রোটিন গ্রহণ কমালে রোগ বাড়বে। ক্ষত নিরাময় হবে দেরিতে: কোনও কাঁটাছেঁড়া বা ক্ষত ও আঘাত সারাতে কোলাজেন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোলাজেন হল এক ধরনের প্রোটিন যা নতুন কোষ গঠনে ও ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হলে কোলাজেনও গঠন হবে না এবং ক্ষত সারতেও সময় নেবে। দুর্বলতা: পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন না থাকলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কায়িক শ্রম করার মতো ক্ষমতা থাকবে না। সারাদিন ঘুম পাবে এবং কাজ করার এনার্জি থাকবে না। পাশাপাশি রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়বে এবং মেটাবলিজম দুর্বল হয়ে পড়বে। চুল, ত্বক এবং নখের সমস্যা: ত্বক, চুল ও নখ গঠনে সাহায্য করে কোলাজেন, ইলাস্টিন ও কেরাটিন। এই তিনটিই হল প্রোটিনের প্রকারভেদ। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়া, নখ ভেঙে যাওয়া এবং ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেজাজ পরিবর্তন হওয়া: যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রনে প্রোটিন গঠিত হয়, এটি একাধিক নিউরোট্রান্সমিটারকে সংশ্লেষণ করে। এটি সেরোটোনিন, ডোপামিনের মতো ‘হ্যাপি হরমোন’ নিঃসরণে সাহায্য করে যা মেজাজকে উন্নত করে। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে মুড সুইং, বিরক্তি এবং একাধিক মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ব্যায়াম করার পর সযত্নে গুটিয়ে রাখা ম্যাটটিও রোগ ছড়াতে পারে

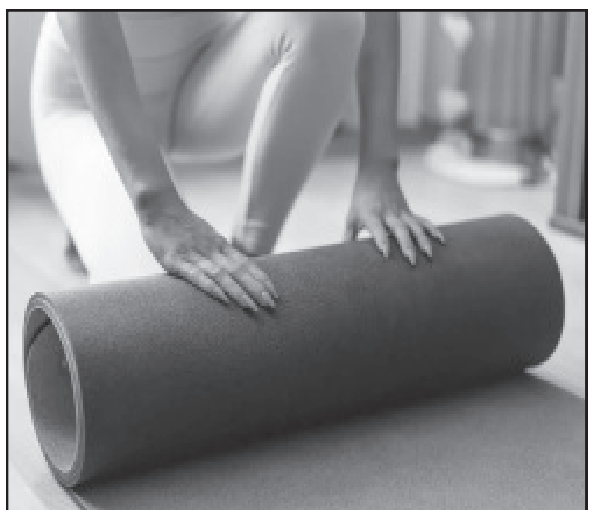

নানা রকমের ব্যায়াম, প্রাণায়াম এবং সব শেষে মিনিট দুয়েক শবাসন। এই হল রোজ সকালের রুটিন। তার পর অফিসে বেরোনোর তাড়া। যোগাসন করার পর ম্যাট গুটিয়ে “রোল” করতে করতেই ছকে নিতে হয় সারা দিনের পরিকল্পনা। কোনও দিনই আলাদা করে ম্যাট রোদে দেওয়া বা জল দিয়ে ধোয়ার কথা মনে হয় না। শরীরচর্চা করার পর ম্যাট না গুটিয়ে নিদেনপক্ষে পাখার তলায় খুলে রাখলেও হয়। কিন্তু সে সময় নেই। দিনের পর দিন এই ভাবে রেখে দিলে ম্যাট থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো অস্বাভাবিক নয়। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, দুর্গন্ধ তো বটেই, চিন্তা বেশি ত্বকের রোগ নিয়ে। ম্যাটের উপর জমে থাকা ঘাম, ধুলো-ময়লা থেকে ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাকের জন্ম হয়। যেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। দিনের পর দিন ওই ম্যাট ব্যবহার করলে সেখান থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতেই পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত স্নান করলে কিংবা কাচা পোশাক পরলেও সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। তাই নিয়মিত এই ম্যাটটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য যে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হয়, এমন নয়। বাড়িতে তৈরি বিশেষ মিশ্রণ দিয়েও ম্যাট পরিষ্কার করা যায়। কী ভাবে সেই মিশ্রণ তৈরি করতে হয়, জেনে নিন।

প্রথমে স্প্রে বোতলের মধ্যে সমপরিমাণে জল এবং ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এ বার এই তরলের মধ্যে দিন ৫ থেকে ৬ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল। ব্যস, ম্যাট পরিষ্কার করার সলিউশন তৈরি। ম্যাটের উপর ছড়িয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ম্যাট পরিষ্কার করেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর শুয়ে পড়বেন না। খোলা হাওয়ার রেখে ম্যাট শুকিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি বার ম্যাট পরিষ্কার করার আগে এই মিশ্রণ ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে এক বার তরল সাবান দিয়ে স্পঞ্জের ম্যাট কাচাও যেতে পারে। তবে ওয়াশিং মেশিনে না দেওয়াই ভাল।

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিবিএসই পাঠ্যক্রমে মৈথিলী, সিদ্ধান্তকে স্বাগত বিহার মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ২৫ মে (আইএএনএস): ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।

সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মিথিলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মাতৃভাষা আরও বৃহত্তর স্বীকৃতি পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা হিসেবে মৈথিলীকে অন্তর্ভুক্ত করা মিথিলা অঞ্চলের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য গর্বের বিষয়।

তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-রও প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষানীতি ও বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

সম্রাট চৌধুরীর মতে, এই পদক্ষেপ মৈথিলী ভাষার মর্যাদা ও পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করবে এবং আগামী প্রজন্মকে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

এই সিদ্ধান্তের সূত্রপাত হয় ১৯ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী-র দফতর থেকে জারি হওয়া একটি চিঠির মাধ্যমে। ওই চিঠি পাঠানো হয়েছিল দরভাঙার সাংসদ গোপাল জি ঠাকুর-কে, যেখানে সিবিএসই-র পাঠ্যক্রমে মৈথিলী অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জানানো হয়। এর আগে গোপালজি ঠাকুর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে সিবিএসই স্কুলে মৈথিলীকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন।

জয়ন্ত চৌধুরী জানান, বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ-এর সঙ্গে আলোচনা করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা ২০২০-এর সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, মৈথিলী ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত ২২টি ভাষার অন্যতম। পাশাপাশি এনসিইআরটি ইতিমধ্যেই মৈথিলী-সহ ১২১টি ভারতীয় ভাষায় প্রাথমিক পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করেছে এবং ২২টি নির্ধারিত ভাষায় পাঠ্যবই অনুবাদের কাজও চলছে।

জানা গিয়েছে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিবিএসই আনুষ্ঠানিকভাবে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে মৈথিলী অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং পাঠ্যসূচিও ইতিমধ্যে সিবিএসই-র একাডেমিক পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬ মাস ধরে বিচ্ছিন্ন সীমান্ত গ্রাম লাচেন, গ্যাংটকে বিক্ষোভে বাসিন্দারা

গ্যাংটক, ২৫ মে (আইএএনএস): উত্তর সিকিমের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত গ্রাম লাচেনের বাসিন্দারা সোমবার গ্যাংটকে বিক্ষোভে সামিল হয়ে দ্রুত সড়ক যোগাযোগ পুনরুদ্ধার এবং সরকারের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানান। তাঁদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ লোনাক হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যার পর থেকে একের পর এক বিপর্যয়ের জেরে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে।

রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছতে দুর্গম পথ পেরিয়ে আসা বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়ে, কারণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ১৬ মাস ধরে লাচেন কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। বারবার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পর্যটননির্ভর এই সীমান্ত গ্রাম অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাঙ্গে লাচেনপা বলেন, "আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি শুধু আমাদের গ্রামের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবি জানাতে।" তাঁর অভিযোগ, রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছানোও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও দাবি করেন, দীর্ঘদিনের এই বিচ্ছিন্নতার কারণে স্থানীয় জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ভেঙে পড়েছে পর্যটন শিল্প। বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র লাচেনের ১২০টিরও বেশি হোটেল প্রতিদিন মিলিয়ে ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছে। এর বাইরে ক্ষতির মুখে রয়েছেন ট্যাক্সিচালক, দোকানদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের অভাবে সীমান্ত এলাকার তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে। তাঁদের মতে, সীমান্ত অঞ্চল জনবসতিপূর্ণ রাখার সরকারি নীতির উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

অন্য এক বাসিন্দা দাথুপ লাচেনপা জানান, গ্যাংটক পৌঁছানো তাঁদের কাছে ছিল এক কঠিন যাত্রা। তিনি বলেন, অনেক জায়গায় অস্থায়ী সেতু তৈরি করে বা ভেঙে যাওয়া রাস্তা হেঁটে পার হতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যার পর থেকে জীবন আর স্বাভাবিক হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ৫ এপ্রিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা প্রায় ২০ মিটার রাস্তার মেরামতির কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। বর্ষাকালে গ্যাস সিলিন্ডার আনতে বাসিন্দাদের প্রায় ২০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে যাতায়াত করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে লাচেন-মাঙ্গানের বিধায়ক সামদুপ লেপচা বলেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং সরকার পুনরুদ্ধার কাজের উপর নজর রাখছে। তিনি জানান, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় বর্তমানে গ্যাংটকে পৌঁছাতে বাসিন্দাদের ২৪১ কিলোমিটারের বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও)-এর পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে রাস্তা যান চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে। পাশাপাশি অস্থায়ী নদীপথ এবং দীর্ঘমেয়াদি সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রকল্প নিয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে।

মণিপুর পুলিশের জন্য ৪৭৭ নতুন গাড়ির উদ্বোধন, শান্তি-নিরাপত্তায় আধুনিকীকরণই প্রধান লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ২৫ মে (আইএএনএস): মণিপুরে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ১৯৬.৬১ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে বলে সোমবার জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং।ইম্ফলের প্রথম মণিপুর রাইফেলস ব্যাটালিয়নের প্যারেড গ্রাউন্ডে মণিপুর পুলিশের জন্য নতুন ৪৭৭টি গাড়ির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পুলিশ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে এবং গোটা রাজ্যে আধুনিক পুলিশি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর মডার্নাইজেশন অব পুলিশ' প্রকল্পের আওতায় এই যানবাহনগুলি সরবরাহ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী না করলে কোনও রাজ্য বা দেশেই শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।২০২৩ সালের ৩ মে থেকে শুরু হওয়া জাতিগত সংঘর্ষের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মণিপুর পুলিশ কঠিন পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দায়িত্ব পালন করেছে এবং সংঘাত প্রতিরোধ ও শান্তি ফেরানোর কাজে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।তিনি জানান, এত বিপুল সংখ্যক নতুন যান অন্তর্ভুক্ত হওয়া মণিপুর পুলিশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশেষত পাহাড়ি জেলাগুলিতে পুলিশি পরিকাঠামো ও জরুরি পরিষেবার সক্ষমতা এতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।মোট ৪৭৭টি যানবাহনের মধ্যে রয়েছে ১০০ট হিরো মোটরসাইকেল, ৩৯টি বোলেরো বি৬, ৫০টি বোলেরো নিও, ৭৪টি টাটা যোদ্ধা, ১০টি মাইন-প্রটেক্টেড যান, ২০টি টাটা ট্রাক, ৩০টি টাটা ৪০৭, ২০টি মাহিন্দ্রা বাস, ৬০টি বুলেটপ্রুফ রক্ষক যান, ১৯টি জলবাহী ট্যাঙ্কার, ৫০টি বোলেরো ক্যাম্পার এবং পাঁচটি এইচএমআর যান।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকা পুলিশ কর্মীদের রেশন ভাতা এবং ইউনিফর্ম ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি পুলিশ আধুনিকীকরণে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ডিজিপি রাজীব সিং এবং তাঁর দলকে প্রশংসা করেন।একইসঙ্গে তিনি সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্থৌজাম গোবিন্দস সিং বলেন, এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন।

অন্যদিকে ডিজিপি রাজীব সিং জানান, নতুন যানবাহনের ৫৪ শতাংশ পাহাড়ি এলাকায় এবং ৪৬ শতাংশ উপত্যকা অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। তিনি আরও জানান, অ্যান্টি-এক্সটরশন সেল গঠনের পর এখনও পর্যন্ত প্রায় ১,০০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের মাদকবিরোধী অভিযানে ৭০০-র বেশি গ্রেফতারি এবং প্রায় ৬০০টি মামলা দায়ের হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য মণিপুর পুলিশ জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষী-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

তামিলনাড়ু সচিবালয়ে উপচে পড়া ভিড়, মন্ত্রীদের দফতরের বাইরে বাড়ানো হল নিরাপত্তা

চেন্নাই, ২৫ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এ অবস্থিত রাজ্য সচিবালয়ে মন্ত্রীদের দফতরের সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নবগঠিত সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে আসা মানুষের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রীরা পূর্ণমাত্রায় প্রশাসনিক কাজ শুরু করতেই সচিবালয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অস্বাভাবিক ভিড় দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে সচিবালয়ের ভিতরে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো সম্ভব হয়।

কর্তাদের মতে, সচিবালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখা এবং প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে জনসংযোগের ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীরা একদিকে দফতরভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক করছেন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করছেন।

গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মন্ত্রীর দফতরে দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের কর্মী-সমর্থক, সরকারি আধিকারিক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশায় আসা সাধারণ মানুষ।

অনেকেই আবেদনপত্র জমা দিতে, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানাতে বা বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানাতে সচিবালয়ে আসছেন।

এছাড়া নতুন মন্ত্রীরা দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থকরাও সচিবালয়ে ভিড় করছেন। স্থানীয় উন্নয়ন ও সৌজন্য সাক্ষাৎ সংক্রান্ত বৈঠকও ভিড় আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

মন্ত্রীদের দফতরের বাইরে পুলিশ কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সারিবদ্ধভাবে পরিচালনা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক করিডরে যানজট বা ভিড় এড়ানো যায়।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, "এটি মূলত ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য করা হয়েছে। প্রায় সব মন্ত্রীর দফতরেই টানা দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে।"

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সচিবালয়ের কয়েকটি অংশে বিশেষ সারি ব্যবস্থাপনাও চালু করা হয়েছে, যাতে সরকারি কাজ ব্যাহত না হয় এবং মানুষের যাতায়াত আরও সুশৃঙ্খল থাকে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA

PNIe-T- No: 03/Div-II/AMC/2026-27 Dated: 22/05/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.03/Div-II/AMC/2026-27	16,20,858.00	32,417.00	120 Days
2	DNIeT No.04/Div-II/AMC/2026-27	13,92,880.00	27,858.00	120 Days

Last date and time for document downloading/bidding:29/05/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website *https://tripuratenders.gov.in*

(Er. Sujay Chaudhry)
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

CORRIGENDUM

In continuation of this office Notification of even number dated, 15/05/2026 regarding scheduled date of 7th phase counselling for the contractual vacant posts of BRPS & CRPS, Samagra Shiksha under Unakoti District is hereby re- scheduled on 02/06/2026 & 03/06/2026 instead of 28/05/2026 & 29/05/2026 due to unavoidable circumstance.
All other terms and conditions of the said Notification will remain unchanged.

[Rajesh Debbarma]
District Project Coordinator
(District Education OfficerI/C)
Samagra Shiksha,
Unakot District, Kailashahar

ICA/D-232/26

M E M O R A N D U M

Name of work :- Construction of English Medium College at Old Central Jail Premises, Agartala, Tripura/SH: Balance Portion/ Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and Drainage works.
"The tender bearing ID: 2025_CEPWD_58770_1 invited vide PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO: 55/EE-1/2024-25, Dated 21/02/2025 and circulated under this office Memo. No. 160/PTN/EE- 1/2024-25/3741-3808, Dated 21/02/2025 for the above mentioned works vide DNIT No- CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/84/2024-25 is hereby cancelled as Shri Arun Kumar Dey 1st Lowest bidder had submitted invalid enlistment".

Executive Engineer, (PWD)
Agartala Division No-I
Agartala

ICA/C-564/26

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে
স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংবর্ধনার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

আগামী ১৪ই জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ রাজ্যের সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সংবর্ধনা দেবে। গত ১৫ই জুন, ২০২৫ থেকে ৩১শে মে, ২০২৬-এর মধ্যে যাঁরা ২ বা তার বেশি বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের নিয়মাবলী: সাদা কাগজে নাম, ঠিকানা, বয়স (বছর, মাস ও দিনসহ) ও রক্তদানের সংখ্যা লিখে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ আবেদন করতে হবে।
আবেদন জমার মাধ্যম: সরাসরি জমা: সদস্য সচিবের কার্যালয়, ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ, গুরখাবস্তি, আগরতলা অথবা ই-মেইল: tsbtC10agt@gmail.com অথবা হোয়াটসঅ্যাপ: 94361304141
আবেদনের শেষ সময়: তারিখ ০৫ই জুন, ২০২৬ (রাত ১১:৫৯ মিনিট)।

সদস্য সচিব
ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ

ICA/D-238/26

চীনের চংকিংয়ে প্রবল বৃষ্টিতে ৯ জনের মৃত্যু নিখোঁজ ১১

বেইজিং, ২৫ মে (আইএএনএস): চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চংকিং-এর ইয়ংছুয়ান জেলায় প্রবল বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যার জেরে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত আরও ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে।

শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ইয়ংছুয়ান জেলায় আকস্মিক ও ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টির কারণে একাধিক এলাকায় হড়পা বান ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্য চীনের হুনান প্রদেশের শিমেন কাউন্টিতেও প্রবল বৃষ্টির জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭-এ দাঁড়িয়েছে। এখনও ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

রবিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া এই প্রবল বর্ষণ চলতি বছরে শিমেনে প্রথম বড়সড় দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মোট ২৩টি শহর ও এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে।

চীনের একাধিক দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল সাম্প্রতিক দিনে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কবলে পড়েছে। এর জেরে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গত সপ্তাহেও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের গুইঝো প্রদেশের গুইডিং কাউন্টিতে প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসের ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং এখনও ৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

এর আগে ১৯ মে চীনের দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ত্রাণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন গুইঝৌ প্রদেশে চতুর্থ স্তরের জরুরি ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করে। চীনের চারস্তরীয় জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় প্রথম স্তর সবচেয়ে গুরুতর বলে ধরা হয়।

PNIeT-07/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date: 21/05/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:-

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening ofl Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:44/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72584_1	3,27,729	6,555	60(Sixty) days	04/06/2026 Time 15:00 Hrs	04/06/2026 Time 1600: Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriate Class
2	DNIe-T No:19/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73161_1	5,09,011	10,180					
3	DNIe-T No:20/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73166_1	6,75,227	13,505					
4	DNIe-T No:21/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73168_1	7,20,898	14,418					
5	DNIe-T No:22/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73169_1	8,23,728	16,475					
6	DNIe-T No:23/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73171_1	7,55,982	15,120					
7	DNIe-T No:24/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_73172_1	11,65,126	23,303					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, PW Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratendera.gov.in at free of cost. But the bad can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e eprocurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV

P'NIET No.:- 39/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:- 18/05/2026
The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, OEM-authorized sales & service install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at departments/Government Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorized service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	24/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 10(Ten) Nos 8.5 TR, 02 (Two) Nos 11 TR and 03 (Three) nos 5.5 TR ductable split AC at College Building, Jayanti Building, Old Building and NTH-1 Building and incidental repairing and post repairing Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) of Contract 01(One) No 8.5 TR (Haier make) ductable Split AC at College Library, College Building and for a period of 02 (Two) years.
Estimated Cost :	Rs. 10,97,719.00
Time of Completion :	730 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs. 21,954.00
Last date and time of Submission of Bid :	30/05/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

ICA/C-563/26

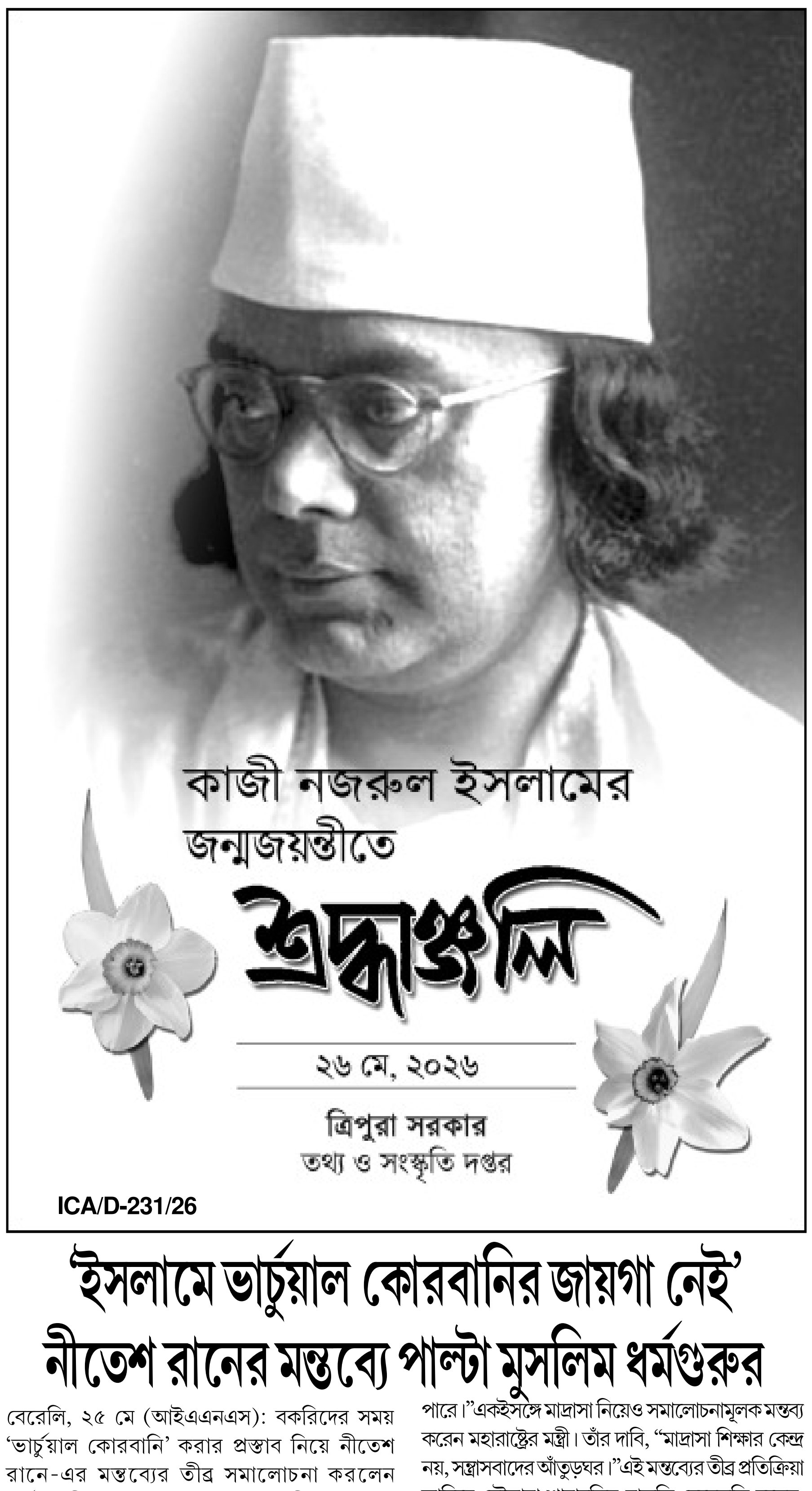

'ইসলামে ভার্চুয়াল কোরবানির জায়গা নেই' নীতেশ রানের মন্তব্যে পাল্টা মুসলিম ধর্মগুরুর

বেরেলি, ২৫ মে (আইএএনএস): বকরিদের সময় 'ভার্চুয়াল কোরবানি' করার প্রস্তাব নিয়ে নীতেশ রানে-এর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন সর্বভারতীয় মুসলিম জামাত-এর জাতীয় সভাপতি মাওলানা শাহাবুদ্দিন রজভী বেরেলভী রহ। তিনি বলেন, ইসলাম একটি বাস্তবভিত্তিক ধর্ম এবং এতে 'ভার্চুয়াল' ধারণার কোনও স্থান নেই।রবিবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতেশ রানে পরিবেশের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "হোলির সময় বলা হয় শুকনো হোলি খেলতে, দীপাবলিতে বলা হয় কম বাজি পোড়াতে। তাহলে বকরিদের সময় কম্পিউটারে ছাগলের ছবি রেখে ভার্চুয়ালি কোরবানি উদযাপনের পরামর্শও দেওয়া যেতে পারে।"একইসঙ্গে মাদ্রাসা নিয়েও সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী। তাঁর দাবি, "মাদ্রাসা শিক্ষার কেন্দ্র নয়, সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর।"এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মৌলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বেরেলভি বলেন, "নীতেশ রানেকে ইসলাম কী, তা কে বোঝাবে? ইসলামে ভার্চুয়াল বলে কিছু নেই। ইসলাম বাস্তব প্রয়োগের কথা বলে এবং তার নিজস্ব নীতি রয়েছে, যা মুসলিমরা মেনে চলেন।"তিনি আরও বলেন, "কোরবানি অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।"মাদ্রাসা নিয়ে মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, "নীতেশ রানের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম বা মাদ্রাসা সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান নেই। ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু উলেমা ও মাদ্রাসার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।"

সিমনায় ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। সোমবার হেজামারা ব্লকের অধীন কামবুক ছড়া এডিসি ভিলেজে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

এদিন রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক সান্তনু বিকাশ দাস, হেজামারা ব্লকের বিডিও, বিভিন্ন তহশিলের তহশিলদার এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখে প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ঝড়-বৃষ্টির ফলে প্রায় ১৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলেও আশ্বাস দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরি করা হচ্ছে এবং দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

করবুক মহকুমার সীমান্ত এলাকায় জনসাধারণের চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: করবুক মহকুমার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ৩০০ মিটার এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় জনসাধারণের চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

গোমতি জেলার জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন, করবুক মহকুমার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত বিওপি লাবোকান্ত পাড়া থেকে বিওপি চাপলি ছড়া পর্যন্ত ৩০০ মিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত করবুক মহকুমা শাসকের অনুমতি ছাড়া সাধারণ নাগরিকের চলাফেরা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ৪ জনের বেশী ব্যক্তির জমায়েতের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কর্তব্যরত পুলিশ, সি আর পি এফ, বি এস এফ ব্যতীত কোন ব্যক্তি লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা কোন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র বহন করতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করেন, তাহলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং বি এন এস এসের ২২৩ ধারা অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কর্তব্যরত পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী, সরকারী কর্মচারী এবং উক্ত ৩০০ মিটার এলাকার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকগণ এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ ১৩ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তেলিয়ামুড়ায় "সমৃদ্ধি কি পাঠশালা" শীর্ষক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে: তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে সোমবার "সমৃদ্ধি কি পাঠশালা" শীর্ষক একদিনব্যাপী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খোয়াই জেলা শাসক ও কালেক্টরের কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলসম্পদ সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। অনুষ্ঠানে বক্তারা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উন্নয়নের কাজে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জলে ডোবার মত দুর্ঘটনা এড়াতে জেলাশাসকের কার্যালয় থে কে গাইডলাইন জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: গত ২ বছরে জলে ডুবে বেশ কয়েকটি মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বর্ষার সময়ে নদী, পুকুর, ছড়া, নালা প্রভৃতিতে জল বিপদ সীমার উপরে থাকে। তাতে স্থানীয়ভাবে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এধরণের জলাধারের মতো বিপদজনক জায়গা থেকে দূরে থাকতে মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে এবং পশুদের ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন নদী, পুকুর, গভীর গর্ত, ট্যাংক, নদী এবং জমির ধুসপ্রবণ এলাকা, অতিভারি বৃষ্টিপাত, ঝড়, প্রচন্ড বাতাস, তাপ প্রবাহ, সান বার্ণ, সান স্ট্রোক, পরিত্যক্ত জায়গা, কর্দমাক্ত জায়গা প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

জেলাশাসকের অফিসের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সেল থেকে জানানো হয়েছে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিপাত, এবং বন্যার সময়ে জলে ডুবে মৃত্যুর মতো দুর্ঘটনা ঘটে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সেলের পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১) নজরদারি এবং সচেতনতা: বাচ্চাদের একা জলাধারের কাছে যেতে না দেওয়া (পুকুর, নদী, জলাধার, কুয়ো, সুইমিং পুল)। বাচ্চাদের সাঁতার কাটা অথবা স্নানের সময় বড়দের নজরে রাখা। একা সাঁতার দিতে না দেওয়া। সব সময় একজন যেন সঙ্গে থাকেন।

২) নিরাপদে সাঁতার দেওয়ার অভ্যাস করা: নিরাপদ এবং নির্ধারিত জায়গায় সাঁতার দেওয়া। স্রোত আছে বা গভীরতা বেশি এমন জলাধারে সাঁতার না কাটা। মদ্যপান করে অথবা নেশাসক্ত হয়ে জলে না নামা। সাঁতার কাটার প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়া এবং জল থেকে বাঁচার শিক্ষা নেওয়া।

৩) নিরাপত্তামূলক জিনিষপত্র ব্যবহার: মাছ ধরা, বোটিং, জল পরিবহণ ব্যবস্থায় লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করা। কুয়ো, জলাধারের চারপাশে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। জলাধারের কাছাকাছি উদ্ধার কাজের জিনিষপত্র (দড়ি, বাঁশের মই, ভাসমান বস্তু) রাখা।

৪) প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার সময় জলমগ্ন রাস্তা, সেতু, ড্রেন প্রভৃতি অতিক্রম করার চেষ্টা না করা। প্রবল স্রোত এবং খোলা ড্রেন থেকে দূরে থাকা। বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা মেনে চলা।

৫) কমিউনিটি মেজার্স: কুয়ো এবং জলাশয়ের উপযুক্ত ফেন্সিং দেওয়া নিশ্চিত করা। বিদ্যালয় এবং সামাজিক ভাবে সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া। বিপদজনক জলাশয়ের কাছে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড লাগানো।

৬) জরুরীকালীন প্রতিক্রিয়া: জলে ডুবে গেলে তৎক্ষণাৎ জরুরী পরিষেবাকে জানানো। প্রশিক্ষিত হলেই উদ্ধারের চেষ্টা করা। নিজেকে বিপদে না ফেলা। কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা / সিপিআর দেওয়া (প্রশিক্ষিত হলে)। জরুরী পরিষেবার ফোন নম্বরগুলি হল ০৩৮১-২৩২২৯৭১, ০৩৮১-২৩০১০৭৭, ৬০৩৩২৮৩৬৪২।

মাকুমছড়ায় পথ অবরোধ, পানীয় জল-রাস্তা-বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল এলাকা

আগরতলা, ২৫ মে: ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের প্রচার চললেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্যদিনই পানীয় জল, বেহাল রাস্তা ও বিদ্যুৎ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধের ঘটনা সামনে আসছে। এবার সেই চিত্র ধরা পড়ল উত্তর ত্রিপুরার মাকুমছড়া এলাকাতেও।

সোমবার কাঞ্চনপুর থেকে লালজুড়ি হয়ে ধর্মনগরগামী প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিশেষ করে বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। কাদামাটি ও খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী পরিবহণ সব ক্ষেত্রেই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট এবং ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, এলাকায় উন্নয়নের নামে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন রাজ্যের মন্ত্রী সান্তনা চাকমার বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় দেওয়া আশ্বাস এখনও পূরণ হয়নি এবং এলাকার মৌলিক সমস্যাগুলি আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

পথ অবরোধের জেরে দীর্ঘ সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তায় আটকে পড়ে বহু যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন। পরে প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

বিশ্ব জৈব বৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে: বিশ্ব জৈব বৈচিত্র্য দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ত্রিপুরা বায়োডাইভারসিটি বোর্ড-এর উদ্যোগে এবং নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি নেতাজিনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অতিথিগণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক চিরঞ্জীব দেব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়জিৎ পাল, নেতাজিনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিক্রম দেব এবং বিজ্ঞান শিক্ষক তারকনাথ দে, সঞ্জীব মালাকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অতিথিগণ তাদের বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই গাছ লাগানো, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিথি ও ছাত্রছাত্রীগণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপন করেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জৈব বৈচিত্র্য বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

দুই সপ্তাহে ৪ বার বাড়ল

● প্রথম পাতার পর

ধাপে জ্বালানির দাম বাড়ানো শুরু হয়। এর আগে তিন দফায়ও পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সোমবারের বৃদ্ধি নিয়ে গত প্রায় দুই সপ্তাহে মোট মূল্যবৃদ্ধি প্রায় ৭ থেকে ৮ টাকায় পৌঁছেছে।

ক্রমাগত জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবহন ক্ষেত্রেও। বাস, অটো, পণ্যবাহী গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে সংসারের খরচ সামলানো কঠিন হয়ে উঠছে।

৬ টিসিএস আধিকারিক আইএএসে

● প্রথম পাতার পর

আইএএস পদে উন্নীত করা হয়েছে। তাঁরা ত্রিপুরা ক্যাডারের অধীনেই দায়িত্ব পালন করবেন।

আইএএসে মনোনীত হওয়া আধিকারিকরা হলেন শর্মিষ্ঠা দত্ত, বিম্বিসার ভট্টাচার্য, ডঃ সমিত রায় চৌধুরী, আকিঞ্চন সরকার, সুমিত লোধ এবং রাজেশ কুমার দাস। দীর্ঘদিন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতেই তাঁদের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই ছয় আধিকারিকের আইএএসে অন্তর্ভুক্তি রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক পরিষেবার মানোন্নয়নে তাঁদের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

এসএসসি জিডি পরীক্ষায়

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়েই খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে তাদের।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বারবার এ ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন বেকার যুবক-যুবতীরা। তাদের প্রশ্ন, কেন বারবার চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে?

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার্থীরা দ্রুত সমস্যার সমাধান ও পুনরায় পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন।

ঈদে গোমাতা বলি রুখতে

● প্রথম পাতার পর

-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁর কাছেও একই দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভিএইচপি-র পশ্চিম জেলা সভাপতি শংকর রায় জানান, হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে গোমাতা বলি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তনি বলেন, "২৭ ও ২৮ মে বজরং দলের কর্মীরা গোটা জেলায় নজরদারিতে থাকবেন। কোথাও গোমাতা বলির চেষ্টা হলে তা প্রতিরোধ করা হবে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে বিষয়টি রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, ঈদ-উল-জুহা উপলক্ষ্যে আগামী ২৮ মে রাজ্য সরকার সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এই আবহে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

হাসপাতালের বাস্তব চিত্র

● প্রথম পাতার পর

এই প্রশ্নের মুখে সিএমও কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে যান বলে অভিযোগ। পরে তিনি 'ভুলবশত' এমন হয়েছে বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। এমনকি দাবি করেন, 'মুখে দু-একজনকে জানানো হয়েছিল'। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় সাংবাদিক মহল ও সচেতন নাগরিকেরা।

সচেতন মহলের প্রশ্ন, সংবাদমাধ্যম যদি দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরার কারণেই 'অপছন্দের' তালিকায় চলে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে সত্য প্রকাশ করলেই কি সাংবাদিকদের এভাবেই একঘরে করা হবে?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা করা বা ভয় দেখানোর প্রবণতাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, হাসপাতালের ভাঙা স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতেই সাংবাদিকদের দূরে রাখার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ধর্মনগরের নাগরিক মহলের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমকে চেপে রেখে বাস্তব পরিস্থিতি কখনও চাপা দেওয়া যায় না। হাসপাতালের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ দিনদিন আরও তীব্র হচ্ছে। এখন দেখার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করে স্বচ্ছতার পথে হাঁটে, নাকি সমালোচনাকে দমন করতেই আরও কঠোর অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশি টাকা সহ আটক

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বিটারবন এলাকায় থেকে আগরতলার রামনগরে শ্রমিকের কাজ করত। পরে এক দালালের মাধ্যমে ৮ হাজার টাকার বিনিময়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করে। তবে বিএসএফের তাড়া খেয়ে সে ও তার সঙ্গে থাকা আরও তিনজন সীমান্ত পার হতে পারেনি বলে জানায় ধৃত যুবক।

তবে স্থানীয়দের দাবি, বিল্লাল শেখের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। রাজ্যের কোন এলাকায় সে থাকত, কিংবা কোন দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য দিতে পারেনি। আটক হওয়ার পর থেকেই বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তেবারিয়া বি.ও.পি-তে যোগাযোগ করলে বিএসএফের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনীহা প্রকাশ করা হয় বলে অভিযোগ। এতে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে স্থানীয়রাই ধৃত বাংলাদেশি যুবক বিল্লাল শেখকে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বামুটিয়া এলাকায় একাধিক গরু চুরির ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল। তারই মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আটক হওয়ার ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে।

শষ্যের মধ্যেই ভূত!

● প্রথম পাতার পর

ফেনসিডিলের একটি বড় অংশ গোপনে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এরপরই শুরু হয় গোপন তদন্ত। তদন্তকারীদের সন্দেহ, দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারীদের সঙ্গে অভিযুক্তদের যোগাযোগ ছিল।

রবিবার গভীর রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ দল তেলিয়ামুড়া থানায় পৌঁছে গ্রেফতারি অভিযান চালায়। সোমবার ধৃত চারজনকে খোয়াই জেলা আদালতে তোলা হয়। মামলার তদন্তে রয়েছেন এন্টি নার্কোটিক শাখার ডিএসপি পৌষধন রূপিনী এবং ইন্সপেক্টর রঘুলাল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেকেন্ড ওসি অজিত দেববর্মা এবং এসআই রাজেন্দ্র রিয়াংকে গত ২৩ মে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে ক্লোজ করে খোয়াই পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই তাঁদের আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। অন্যদিকে ওমেন এসআই শম্পা দাস এবং এএসআই শচীন্দ্র দেববর্মাকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর আদালতে তোলে। ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৫, ৩০৬, ৩১৬(৫), ৬১ ধারার পাশাপাশি এনডিপিএস আইনের ২১(সি) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার পেছনে আরও বড় কোনও মাদক চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যাঁদের হাতে সমাজের নিরাপত্তার দায়িত্ব, তাঁদের বিরুদ্ধেই যদি অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ ওঠে, তবে সাধারণ মানুষ ভরসা রাখবে কোথায়?

রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধীরা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। শান্ত তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ সামনে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে সর্বস্তরে। এখন নজর আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

ঝড়-বৃষ্টিতে একাধিক

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ারও পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগামীকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আজ রাজধানীতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উল্লেখ্য, বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলায় মোট ৪০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুৎ পরিষেবাতেও সাময়িক বিঘ্ন ঘটে বলে খবর।

এদিকে সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। সোমবার হেজামারা ব্লকের অধীন কামবুক ছড়া এডিসি ভিলেজে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

এদিন রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক সান্তনু বিকাশ দাস, হেজামারা ব্লকের বিডিও, বিভিন্ন তহশিলের তহশিলদার এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখে প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ঝড়-বৃষ্টির ফলে প্রায় ১৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলেও আশ্বাস দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরি করা হচ্ছে এবং দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে সামান্য এক পশলা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে মধুপুর বাজার। ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। আগরতলা-কমলাসাগর প্রধান সড়কের পাশেই অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারে বর্ষা নামতেই নিত্যদিনের দুর্ভোগ এখন চরম আকার নিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই ড্রেনের নোংরা জল উপচে মূল সড়ক এবং বাজার এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। ড্রেনের ভিতরে প্লাস্টিক ও আবর্জনা জমে জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ফলে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল দোকানের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন ব্যবসা মার খাচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চলাচলও কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাজার কমিটি, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। নির্বাচনের সময় উন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে বাজারের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। স্থানীয়দের কথায়, "উন্নয়নের দাবি যতই করা হোক, মধুপুর বাজারের বর্তমান অবস্থা সেই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি তুলে ধরছে।" বহু ব্যবসায়ী জানান, ক্রেতারা নোংরা জল এড়িয়ে বাজারে আসতেই চাইছেন না। ফলে প্রতিদিন আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে দোকানদারদের। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরাই নিজেদের উদ্যোগে কাঠের ছোট ছোট অস্থায়ী সেতু তৈরি করেছেন, যাতে ক্রেতারা কোনোভাবে জল পেরিয়ে দোকানে পৌঁছাতে পারেন।

এ বিষয়ে মধুপুর বাজার কমিটির সম্পাদক জহর সাহা জানান, বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি স্বীকার করেন যে জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে এবং দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বর্তমানে বাজার এলাকাজুড়ে আবর্জনা, নর্দমার নোংরা জল এবং মশা-পোকার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত যাতায়াত থাকলেও বাজারের এই দুর্দশা যেন কারও নজরেই পড়ছে না। মধুপুর বাজারের এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় মহলের আশঙ্কা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে পারেন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।

সবমিলিয়ে গোটা রাজ্যেই ঝড় বৃষ্টির ফলে সাময়িক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি। সোমবার ঝড় বৃষ্টিতে বড় কোনো দুর্ঘটনার খবর মেলেনি।

এদিকে, সামান্য এক পশলা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে মধুপুর বাজার। ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। আগরতলা-কমলাসাগর প্রধান সড়কের পাশেই অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারে বর্ষা নামতেই নিত্যদিনের দুর্ভোগ এখন চরম আকার নিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই ড্রেনের নোংরা জল উপচে মূল সড়ক এবং বাজার এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। ড্রেনের ভিতরে প্লাস্টিক ও আবর্জনা জমে জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ফলে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল দোকানের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন ব্যবসা মার খাচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চলাচলও কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাজার কমিটি, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। নির্বাচনের সময় উন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে বাজারের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। স্থানীয়দের কথায়, "উন্নয়নের দাবি যতই করা হোক, মধুপুর বাজারের বর্তমান অবস্থা সেই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি তুলে ধরছে।" বহু ব্যবসায়ী জানান, ক্রেতারা নোংরা জল এড়িয়ে বাজারে আসতেই চাইছেন না। ফলে প্রতিদিন আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে দোকানদারদের। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরাই নিজেদের উদ্যোগে কাঠের ছোট ছোট অস্থায়ী সেতু তৈরি করেছেন, যাতে ক্রেতারা কোনোভাবে জল পেরিয়ে দোকানে পৌঁছাতে পারেন।

এ বিষয়ে মধুপুর বাজার কমিটির সম্পাদক জহর সাহা জানান, বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি স্বীকার করেন যে জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে এবং দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বর্তমানে বাজার এলাকাজুড়ে আবর্জনা, নর্দমার নোংরা জল এবং মশা-পোকার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত যাতায়াত থাকলেও বাজারের এই দুর্দশা যেন কারও নজরেই পড়ছে না। মধুপুর বাজারের এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় মহলের আশঙ্কা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে পারেন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।

সরকারি ছুটি ২৮ শে

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-জুহা বা বকরিদ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। প্রতিবছর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1

26-05-2026, 01:32

অঙ্গন

বিশ্বকাপের আগে ধাক্কা! চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন লিও মেসি, উদ্বেগে আর্জেন্টিনা শিবির

বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগে আর্জেন্টিনা দলে উদ্বেগের খবর। ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে গিয়ে আচমকাই মাঠ ছাড়লেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। মেগা টুর্নামেন্টের মাত্র ১৮ দিন বাকি। এমন সময় এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে সাদা-আকাশি শিবিরে।
মায়ামির এনইউ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৭০ মিনিটের দিকে ফ্রি-কিক নেওয়ার পর বাঁ উরুর উপরের অংশে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। নিজেই বদলির আবেদন জানান। ৭৩ মিনিটে তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন মাতেও সিলভেত্তি। যদিও মাঠ ছাড়ার সময় বা ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পথে মেসির অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়নি। তবুও তাঁর চোট দলের দারুণ প্রত্যাবর্তনের জয়কে ফিকে করে দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তাঁর মাঠ ছাড়ার পরের আচরণে। কারণ ডাগআউটে না বসে সরাসরি ড্রেসিংরুমে ফিরে যান এলএম১০।
ম্যাচটি ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর। শুরুতেই দাপট দেখায় ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। প্রথম ৯ মিনিটেই তারা ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এরপর মেসির পাস থেকে গোল করে ব্যবধান কমান গেরমান বেরটেরামে। তবে আবারও গোল করে ব্যবধান বাড়ায় ফিলাডেলফিয়া। ৩-১ পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি মায়ামি। প্রথমার্ধের মধ্যেই তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে স্কোরলাইন ৪-৩ করে ফেলে। বেরটেরামে ও লুইস সুয়ারেজ জোড়া গোল করেন। এর মধ্যে জোড়া অ্যাসিস্ট মেসির। তবে বিরতির আগে হ্যাটট্রিক করে স্কোর লাইন ৪-৪ করেন মিলান ইওস্কি।
দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির কারণে খেলার গতি কিছুটা কমে এলেও উত্তেজনা কমেনি। মেসি মাঠ ছাড়ার পরও তাঁর অভাব বুঝতে দেয়নি সতীর্থরা। ৮০ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সুয়ারেজ। শেষ দিকে গোল করে ব্যবধান ৬---৪ করেন রদ্রিগো দি পল। ম্যাচ শেষে মেসির চোট নিয়ে কোচ গিলের্মো হয়োস বলেন, “এ মুহূর্তে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের হাতে কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট নেই। তবে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, ও খুব ক্লান্ত ছিল। এমন অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।” আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের মতে, হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করায় সতর্কতামূলকভাবেই মাঠ ছাড়েন মেসি। এখন গোটা ফুটবল বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে একটি প্রশ্নের দিকে, চোট কাটিয়ে সময়মতো মাঠে ফিরতে পারবেন কি মেসি? নাকি এই হ্যামস্ট্রিং সমস্যাই থামিয়ে দেবে তাঁর শেষ বিশ্বকাপের স্বপ্ন?

পাঁচ ম্যাচে হার থেকে আইপিএলের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই দলের মানসিকতায় গর্বিত কেকেআর অধিনায়ক রাহানে

আইপিএলের প্রথম ছ’টি ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি কেকেআর। পাঁচটিতে হেরেছিল। একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে ভাবে বাকি আটটির মধ্যে ছ’টি ম্যাচ জিতেছে কেকেআর, তাতে গর্বিত অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। প্রশংসা করলেন দলের মানসিকতার।রবিবার হারের পর রাহানে বলেন, ‘‘প্রথম ছয় ম্যাচের পর আমরা যে জায়গায় ছিলাম এবং সেখান থেকে যে ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, লিগে টিকে থেকেছি এবং সাহসী ক্রিকেট খেলেছি, তাতে আমাদের মানসিকতা এবং জেদের পরিচয় সকলেই দেখতে পেয়েছেন। দলের সকলকে নিয়ে আমি গর্বিত।’’রাহানের সংযোজন, ‘‘অনেক ইতিবাচক দিয়ে নিয়ে মরসুমটা শেষ হল। মরসুমের প্রথমার্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। সেখান থেকে ফিরে আসা সহজ ছিল না। আইপিএল লম্বা প্রতিযোগিতা। অনেক চাপের মুহূর্ত তৈরি হয়। তার পরেও আমরা শক্তিশালী থেকেছি, প্রতিটা ম্যাচে কঠোর মানসিকতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রেখেছি এবং দলের জন্য নিজের সেরাটা দিয়েছি। সাজঘরে প্রত্যেকে খুশি ছিলাম। দলের সকলে নিজেদের সেরাটা দিয়েছি। মরসুমটা আমাদের জন্য ভাল যায়নি ঠিকই। সেটা নিয়ে আমি হতাশও। কিন্তু সকলে যে লড়াইটা করেছে তার জন্য গর্বিত।’’দিল্লির বিরুদ্ধে ইডেনের এই পিচে রান তাড়া করা সহজ ছিল না বলে মনে করেন রাহানে। বলেছেন, ‘‘পিচটা একটু কঠিন ছিল শুরুর দিকে। আমি ভাল ব্যাট করছিলাম। চাইছিলাম অন্তত একজন ব্যাটারকে ক্রিজে টিকে থাকুক। তাই ঝুঁকিও নিচ্ছিলাম এবং খুচরো রানেও ভরসা রেখেছিলাম।’’রাহানে জানিয়েছেন, কিছু দিন বিরতির পর আবার সকলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবেন। কেকেআর অধিনায়কের কথায়, “অনেকেরই বিভিন্ন দায়বদ্ধতা রয়েছে। আপাতত সকলে শান্তিতে বাড়ি ফিরব। কিছুটা বিরতি নেব এবং তার পর একে অপরের সঙ্গে ফোনে কথা বলব ও ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করব।’’রাহানের অবশ্য বেশি বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। কিছু দিন পরেই নেমে পড়বেন মুম্বই লিগে। তিনি বলেছেন, “দুটো দিন ছুটি নেব। তার পর মুম্বইয়ে স্থানীয় লিগে নামব। আমি তাকিয়ে আছি ওই লিগের দিকে। ধারাবাহিক ভাবে ক্রিকেট খেলতে খুবই ভালবাসি। দু’দিন বিশ্রাম নিয়েই ক্রিকেটে ফিরব।”

আইপিএলের প্লে-অফের চার দল চূড়ান্ত! কোয়ালিফায়ার এলিমিনেটরে কে, কার বিরুদ্ধে? এক নজরে চার ম্যাচের সূচি

শেষ হয়ে গেল আইপিএলের গ্রুপ পর্বের ৭০ ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে প্লে-অফের চতুর্থ দল চূড়ান্ত হল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাত টাইটান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রাজস্থান রয়্যালস এ বার প্লে-অফ খেলবে। প্লে-অফে কে, কার বিরুদ্ধে কবে খেলবে, সেই সূচি দেখে নেওয়া যাক।প্রথম কোয়ালিফায়ারপয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে শেষ করা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা গুজরাত টাইটান্স প্রথম কোয়ালিফায়ারে খেলবে। ২৬ মে, মঙ্গলবার হবে সেই ম্যাচ। ধর্মশালায় মুখোমুখি বিরাট কোহলি ও শুভমন গিল। সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুরু খেলা। সেই ম্যাচ যে দল জিতবে তারা সরাসরি আইপিএলের ফাইনালে যাবে। যে দল হারবে, তারা আরও একটি সুযোগ পাবে।
এলিমিনেটরপয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও চতুর্থ স্থানে শেষ করা রাজস্থান রয়্যালস এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ২৭ মে, বুধবার হবে সেই খেলা। এই খেলাও শুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। খেলা হবে নিউ চণ্ডীগড়ে। এই ম্যাচ যারা হারবে তারা আইপিএল থেকে বিদায় নেবে। যারা জিতবে তাদের ফাইনালে উঠতে আরও একটি ম্যাচ খেলতে হবে।দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারপ্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল ও এলিমিনেটরের জয়ী দলের মধ্যে এই ম্যাচ হবে। ২৯ মে, শুক্রবার নিউ চণ্ডীগড়ে হবে খেলা। এই খেলাও শুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। যে দল এই ম্যাচ জিতবে তারা ফাইনালে উঠবে। যারা হারবে তারা আইপিএল থেকে বিদায় নেবে। ফাইনাল প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের জয়ী দলের মধ্যে হবে ফাইনাল। ৩১ মে, রবিবার ঠিক হবে এ বারের আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন কারা হবে। অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুরু হবে ফাইনাল।

বাংলাদেশের কাছে চুনকামের পর পাকিস্তানের সাজঘরে অশান্তি! মেজাজ হারালেন কোচ সরফরাজ

এত খারাপ পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারছেন না সরফরাজ আহমেদ। বাংলাদেশের কাছে টেস্ট সিরিজে ০-২ হেরেছে পাকিস্তান। লজ্জার হারের পর অশান্তি পাকিস্তানের সাজঘরে। মেজাজ হারিয়েছেন দলের কোচ সরফরাজ।
পাকিস্তান দলের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, দ্বিতীয় টেস্টে ৫৮ রানে হারের পর ক্রিকেটারদের স্বার্থপর তকমা দিয়েছেন সরফরাজ। তাঁর মতে, ক্রিকেটারেরা নিজেদের জন্য খেলেছেন। কেউ দলের স্বার্থে খেলেননি। খেলা শেষে দলের সকল ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ ও ম্যানেজার নাভিদ চিমার সামনে ক্রিকেটারদের কথা শুনিয়েছেন সরফরাজ।একমাত্র তরুণ আজান আওয়েস চার ইনিংস মিলিয়ে ২০০ রানের বেশি করেছেন। বাকি কেউ পারেননি। সরফরাজ ক্রিকেটারদের বলেছেন, “আমাদের খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছে, সকলে নিজেদের জন্য খেলেছে। দলকে জেতানোর কথা কারও মাথায় ছিল না। কিন্তু সকলে ভুলে গিয়েছে, এ ভাবে খেললে নিজেদেরও কোনও উন্নতি হয় না। দলও জেতে না। বাকি দলগুলোর দিকে তাকাতে হবে। সকলে সামনের দিকে এগোচ্ছে। আমরা পিছনের দিকে যাচ্ছি।”
অধিনায়ক শান মাসুদের উপরেও ক্ষুব্ধ সরফরাজ। মাসুদের অধিনায়কত্বে অনেক ফাঁক খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের মুশফিকুর রহমান ও লিটন দাস আউট ছিলেন। তাঁদের দস্তানায় বল লেগেছিল। কিন্তু মাসুদ রিভিউ নেননি। মুশফিকুর ও লিটনের ইনিংসে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। সেই কারণেই মাসুদের উপর ক্ষুব্ধ অধিনায়ক। এর পর জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলতে যাবে পাকিস্তান। তত দিন দলের কোচ থাকার কথা সরফরাজের। কিন্তু তার পর তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। অধিনায়কত্ব যেতে পারে মাসুদেরও। তাঁর নেতৃত্বে ১৬ টেস্টের মধ্যে ১২টি হেরেছে পাকিস্তান। সলমন আলি আঘাকে লাল বলের ক্রিকেটেও অধিনায়ক করতে পারে পাকিস্তান।

ফরাসি ওপেনের প্রথম দিনেই চমক! ওয়াইল্ড কার্ড ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাসবরেড্ডির কাছে হার সপ্তম বাছাই ফ্রিৎজের

ফরাসি ওপেনে তিনি খেলছেন আমেরিকার হয়ে। কিন্তু আদতে তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। টেনিসে যদিও খুব একটা পরিচিত নন নিশেষ বাসবরেড্ডি। তাঁর র্যাঙ্কিং ১৫৪। ফরাসি ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন। সেই বাসবরেড্ডির কাছেই হার মানতে হল সপ্তম বাছাই টেলর ফ্রিৎজকে। ফরাসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে চার সেটের লড়াই (৭-৬, ৭-৬, ৬-৭, ৬-১) জিতলেন বাসবরেড্ডি।বাসবরেড্ডিরা আদতে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের বাসিন্দা। ১৯৯৯ সালে তাঁর বাবা মুরলীকৃষ্ণ বাসবরেড্ডি ও মা সাইপ্রসন্ন বাসবরেড্ডি আমেরিকায় চলে যান। সেখানেই জন্ম নিশেষের। তাঁর দাদা নিশান্তও টেনিস খেলোয়াড়। তাঁর বাবা আমেরিকায় একটি গাড়ি সংস্থায় চাকরি করেন। ছোটবেলা থেকেই টেনিস খেলা শুরু বাসবরেড্ডির। পড়াশোনা করেছেন কারমেল হাইস্কুলে। তাঁর আদর্শ নোভাক জোকোভিচ ও রাজীব রাম।ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই টক্কর দেওয়া শুরু করেন বাসবরেড্ডি। তাঁর পাওয়ার গেম দেখে হতবাক হয়ে যান ফ্রিৎজ। দু’জনেই একে অপরের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পেয়েছিলেন। গোটা ম্যাচে ফ্রিৎজের সার্ভিস তিন বার ভেঙেছেন বাসবরেড্ডি। তাঁর সার্ভিস এক বার ভেঙেছেন ফ্রিৎজ।হাড্ডাহাড্ডি টক্কর চলছিল। প্রথম তিনটি সেটেই টাইব্রেকারে যায়। সেখানে স্নায়ুর চাপ ধরে রাখেন বাসবরেড্ডি। প্রথম দু’টি সেট জিতে নেন তিনি। তৃতীয় সেটে টাইব্রেকার জিততে পারলে স্ট্রেট সেটে জিততেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। কিন্তু সেই সেটে ফেরেন ফ্রিৎজ। জেতেন তিনি।চতর্থ সেটে ফ্রিৎজকে দাঁড়াতে দেননি বাসবরেড্ডি। পর পর পাঁচটি গেম জেতেন তিনি। ষষ্ঠ গেম ফ্রিৎজ জিতলেও তত ক্ষণে আর ফেরার সুযোগ ছিল না তাঁর। অবশেষে নিজের চতুর্থ ম্যাচ পয়েন্ট কাজে লাগিয়ে জিতে যান বাসবরেড্ডি। খেলা জিতে তিনি জানিয়েছেন, এ ভাবে ফ্রিৎজকে হারাবেন তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবে নিজের খেলার উপর তাঁর ভরসা ছিল। আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল আফ্রিকা মহাদেশের উপ-আঞ্চলিক বাছাইপর্বের ম্যাচে মালির বিপক্ষে ২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন বতসোয়ানা পেসার নাবিল মাস্টার।বতসোয়ানার রাজধানী গ্যাবোরনে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে মাত্র ২.৪ ওভার বোলিং করে রেকর্ডটি গড়েন নাবিল। ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে কম রানে ন্যূনতম ৬ উইকেট নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড এটি। ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে ন্যূনতম ৬ বার এর বেশি উইকেট নেওয়ায় সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলিংয়ের রেকর্ডটি এর আগে সিঙ্গাপুরের লেগ স্পিনার হার্শা ভারদ্বাজের দখলে ছিল। ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বরে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৪ ওভার বোলিং করে ২ মেডেনসহ ৩ রানে ৫ উইকেট নেন ভারদ্বাজ। তাঁর এই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ার পথে ১টি মেডেন নেন নাবিল।
২০১৯ সালে বতসোয়ানার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক নাবিলের। সে বছর দেশের হয়ে দুটি টি-টুয়েন্টি খেলার পথে ১টি উইকেট নেন। সাত বছর পর গত শনিবার বতসোয়ানার হয়ে মাঠে নেমে নেন ২ উইকেট। অর্থাৎ, প্রথম তিনটি ম্যাচে নাবিলের উইকেট ছিল ৩টি। কিন্তু পরের ম্যাচেই বতসোয়ানার টি-টুয়েন্টি ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে নিলেন ৬ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সেরা বোলিংয়ের বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় চারেও উঠে এলেন নাবিল।মালির ইনিংসে ষষ্ঠ ওভারে বোলিংয়ে আসেন নাবিল। মেডেন নিয়ে শুরু করা এই পেসার অষ্টম ওভারে নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে আসার আগেই মালির স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ১৮ রান। অষ্টম ওভারে প্রথম বলে উইকেট শিকারেরর পর ধস নামান মালির ব্যাটিংয়ে। ওই ওভারে আরও দুটি উইকেট নেওয়ার পর দশম ওভারে আরও ৩ উইকেট নিয়ে মালির ইনিংসের সমাপ্তি টানেন নাবিল।-মজার ব্যাপার, নাবিলের নেওয়া ৬টি উইকেটের প্রতিটি এসেছে টানা দুই বলে জোড়ায় জোড়ায়। অষ্টম ওভারের প্রথম দুই বলে উইকেট নেন, সেই ওভারের শেষ বলেও উইকেট নেওয়ার পর দশম ওভারে ফিরেই প্রথম বলে উইকেট নেন নাবিল। এরপর দশম ওভারে তৃতীয় ও চতুর্থ বলেও উইকেট নিয়ে ৯.৪ ওভারে মাত্র ২৫ রানে অলআউট করেন মালিকে। তাড়া করতে নেমে ২.২ ওভারে ১০ উইকেটে জেতে বতসোয়ানা।

বৃষ্টিতে টিসিএ-র ৩টি টুর্নামেন্টের নয়টি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বৃষ্টি বিঘ্নতার কারণে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তিনটি পৃথক পৃথক টুর্নামেন্টের নয়টি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। সদর আন্ত: স্কুল বালকদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল এবং প্রগতি বিদ্যাভবন এর ম্যাচের পাশাপাশি উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং সেন্ট পলসস্কুলের ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে রানিরবাজার মাঠে সদর এ ও তেলিয়ামুড়ার ম্যাচ, নীপকো গ্রাউন্ডে জিরানিয়া ও সোনামুড়ার ম্যাচ, কৈলাশহরে ধর্মনগর ও কৈলাশহরের ম্যাচ, বিলোনিয়ায় শান্তিরবাজার ও অমরপুরের ম্যাচ এবং শান্তির বাজারে উদয়পুর ও বিলোনিয়ার ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। একই কারণে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট আসরের দুটি ম্যাচ যেমন, তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম বিদ্যাসাগর স্কুল টিকেট কোচিং সেন্টার এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট অনুরাগী বনাম মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কার দুর্ধর্ষ বোলিং : প্রগতিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে তরুণ সংঘের জয়ের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। দুরন্ত জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। হারিয়েছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ প্রগতি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে।টানা তৃতীয় জয়ের মধ্য দিয়ে তরুণ সংঘ একাধারে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে এবং এই তৃতীয় জয়ের সুবাদে তরুণ সংঘ যথারীতি মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট। টুর্নামেন্টের ২১ তম অর্থাৎ বি গ্রুপের সপ্তম ম্যাচ টি পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল সোয়া ৯টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তরুণ সংঘের দুর্ধর্ষ বোলার প্রিয়াঙ্কা সাহার অনবদ্য বোলিং দাপটের পাশাপাশি সতীর্থ সকলের সম্মিলিত বোলিং দাপটে প্রগতি প্লে সেন্টার চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রিয়াঙ্কা সাত ওভার বল করে ছটি মেডেনসহ চার রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। ২৪ ওভার ১ বল খেলে প্রগতি প্লে সেন্টার ২৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অতিরিক্ত ১৯ রান না পেলে প্রগতি প্লে সেন্টারের স্কোর কার্ডের চেহারা অত্যন্ত সঙ্গীন হতো। কেননা অঙ্কিতা দাস ও তৃষ্ণা দাস ব্যাট চালিয়ে চার করে রান পেয়েছে। সাতজন শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। তরুণ সংঘের সুস্মিতা তেলী, বিজয়া ঘোষ, দিয়া শুক্লাবৈদ্য, ঋত্বিকা কানু ও হিমানী দেবনাথ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘের ওপেনিং জুটির সুবর্ণা ঘোষ তের বলে অপরাজিত ২৩ রান এবং স্নিগ্ধা সরকার সাত বলে অপরাজিত সাত রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্রিয়াঙ্কা সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে রামনগর স্পোর্টিং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। জয়ে ফিরেছে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব। হারিয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি-কে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৩৪ রানের ব্যবধানে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ইউনাইটেড বিএসটিকে পরাজিত করে জয়ে ফিরে মূল পর্বে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট। টুর্নামেন্টের ২৪ তম তথা সি গ্রুপের ষষ্ঠ ম্যাচে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ৩৪ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে পরাজিত করেছে। সোমবার সকাল সোয়া ৯টায় টিআইটি গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় ৪১ ওভার তিন বল খেলে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ২০৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে পূজা পাল-এর ৮৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। পূজা ৫৮ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৭ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া তনুশ্রী সরকারের ২৯ রান এবং রিজা দেববর্মার ১১ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড বিএসটি-র বোলার অনামিকা দাস ১৮ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অর্পিতা দেবনাথ পেয়েছে তিনটি উইকেট ৪৮ রানের বিনিময়ে। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টিতে ম্যাচে বিঘ্ন ঘটলে খেলার পরিধি কমিয়ে ১৫ ওভার করা হয় এবং ইউনাইটেড বিএসটি-র সামনে টার্গেট হিসেবে ৬৩ রান স্থির হয়। জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের তনুশ্রী সরকার একাই দুটি উইকেট তুলে নেয় চার রানের বিনিময়ে। রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৩৪ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে স্বীকৃতি হিসেবে পূজা পাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিরাটের দুর্দান্ত বোলিং : কাঞ্চনপুরকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সদর-বি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সদর বি। হারিয়েছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে দুর্বল প্রতিপক্ষ কাঞ্চনপুর মহকুমা দলকে হারিয়ে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় টানা দ্বিতীয় জয়ের মধ্য দিয়ে সদর বি যথারীতি মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট। বি গ্রুপের ৮ম ম্যাচটি উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে দশটা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কাঞ্চনপুর মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সদর বি-র দুর্ধর্ষ বোলার বিরাট সূত্রধরের পাশাপাশি ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী ও দীপ সাহাদের বোলিং দাপটে কাঞ্চনপুর চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বিরাট তিন ওভার বল করে একটি মেডেনসহ ছয় রানের বিনিময়ে একাই চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, ঋদ্ধিমান ও দীপ সাহা পেয়েছে দুটি করে উইকেট। ১২ ওভার ৩ বল খেলে কাঞ্চনপুর ২৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিক্রমজীতৎ দেব সর্বাধিক ১৪ রান পায়। অতিরিক্ত ১০ রান না পেলে কাঞ্চনপুরের স্কোর কার্ডের চেহারা আরও খারাপ হতো। ৬ জন শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছে। সদর বি-র কৌশিক ঘোষ পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর বি-র ওপেনিং জুটিতে অধিনায়ক উদয়ন পাল ১০ বলে অপরাজিত ১১ রান এবং সৌমজিৎ মজুমদার ১০ বলে অপরাজিত ১৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে বিরাট সূত্রধর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রোহিতকে নিয়ে ‘দ্বিধা’য় বিসিসিআই

ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্বেগে ছিলেন সমর্থকেরা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের দলে তাঁকে রাখা হলেও শর্ত একটাই, পুরোপুরি ফিট থাকতে হবে। বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে মাঠে নামার অনুমতি মিলবে না।
কিছুদিন আগেই উরুর পিছনের পেশিতে চোট পেয়ে চলতি আইপিএলে প্রায় তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল রোহিতকে। সেই কারণেই তাঁর ফিটনেস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এবার আশার খবর শোনালেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। তাঁর কথায়, “রোহিত এখন একশো শতাংশ ফিট। আমাদের মেডিক্যাল টিম সেটাই বলেছে। চোট কাটিয়ে ফেরার পর প্রথম ম্যাচে আমরা একটু সতর্ক ছিলাম। এখন ওকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামানো হচ্ছে শুধুমাত্র দলের কৌশলের জন্য, ফিটনেসের জন্য নয়।”
তিনি আরও বলেন, “রোহিত সব সময় দলের কথা আগে ভাবে। তাই এই পরিকল্পনাটা ও খুব ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে।” মুম্বই কোচের এই মন্তব্যে স্বস্তি পেয়েছেন সমর্থকেরা। এতে পরিষ্কার, রোহিত এখন আফগান সিরিজের জন্য সম্পূর্ণ ফিট। যদিও তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বাকি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে রোহিতকে ফিটনেস টেস্টে পাশ করতেই হবে। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিসিসিআই এখনও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়। চোটের সময় বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে নিয়মিত যাননি রোহিত। তাই দীর্ঘ সময় মাঠে থাকার চাপ তিনি কতটা সামলাতে পারবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা ৫০ ওভার মাঠে থাকতে হয়। সেখানে আইপিএলের মতো ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের সুযোগ নেই। সেই কারণেই শেষ সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ডই। এদিকে চলতি আইপিএলে এখনও মোটামুটি ছন্দেই রয়েছেন হিটম্যান। তবে বড় ইনিংসের অভাব চোখে পড়েছে। তাঁর দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্লেঅফের দৌড় থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে।

সামার টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।অল ত্রিপুরা স্টেট সামার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় দিনের জমকালো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ সন্ধ্যায় সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হলো। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বৃন্দ উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলার দেবজিত নমঃ, কিষান নমঃ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রিসান দাস; বালিকা বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিন্ধুজা দে, শবরি রায় বর্মন, সিপাহীজলা জেলার সৌম্যশ্রী দত্ত; অনূর্ধ ১৯ বছর বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলার দেবজিৎ নমঃ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দেবার্পন কুন্ডু, গোমতী জেলার সায়ন মজুমদার; বালিকা বিভাগে সিপাহীজলা জেলার সৌমশ্রী দত্ত , সাব্রুমের পুষ্পা বিশ্বাস, নিকিতা দাস; পুরুষ বিভাগে সিঙ্গেলসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিসান চৌধুরী, অভিজিৎ দেব, দীপ্তনু বর্ধন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের পুরস্কার পেয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে সব্যসাচী ও দ্বৈপায়ন জুটি চ্যাম্পিয়ন, দীপ্তনু ও অভিজিৎ জুটি রানার্স পুরস্কার পেয়েছেন।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1 26-05-2026, 00:37

বিপ্লব দেবের সহায়তায় কিডনি চিকিৎসায় চিত্তমহারাজ পেলেন ৩ লাখ টাকা

আগরতলা, ২৫ মে : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বড়কাঁঠাল এলাকার বাসিন্দা সুশীল দেববর্মার পুত্র চিত্তরঞ্জন দেববর্মার কিডনি প্রতিস্থাপনজনিত উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর হয়েছে। এই সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব লেখেন, চিত্তরঞ্জন দেববর্মার উন্নত চিকিৎসার জন্য সহায়তার আবেদন জানানো হলে তা দ্রুত পিএম ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ডে পাঠানো হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুমোদন মেলে এর আগেও উন্নত চিকিৎসা সংক্রান্ত একাধিক আবেদন প্রধানমন্ত্রী দফতরে পাঠানো হলে সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। ফলে এই সহায়তা প্রাপ্তিতে পরিবারটির মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তাঁর মতে, গুরুতর অসুস্থ রোগীদের পাশে দাঁড়াতে এই ধরনের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

অধ্যাপক বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা

বিলোনিয়া, ২৫ মে : অধ্যাপক বদলির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল বিলোনিয়ার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়। সোমবার সকাল থেকে কলেজের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন ছাত্রছাত্রীরা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কলেজ চত্বরে।

বিক্ষোভের জেরে কলেজের অধ্যক্ষ ভিতরে আটকে পড়েন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও কর্মচারীরাও কলেজে প্রবেশ করতে পারেননি। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের অভিযোগ, একসঙ্গে মোট চারজন অধ্যাপককে বদলি করায় কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কলেজে শিক্ষক সংকট রয়েছে। এর মধ্যেই অধ্যাপক বদলির সিদ্ধান্তে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। তাই অবিলম্বে বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।

এদিকে টানা চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বিক্ষোভে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এতক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ঘটনাস্থলে কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক পৌঁছাননি।

বিক্ষোভ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অসুস্থ পড়ুয়াদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। জানা গেছে, আন্দোলনের সময় আট থেকে দশজন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ নজরুল জয়ন্তি।

ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির ১৬তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ মে: আজ ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির ১৬ তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সোমবার।সম্মেলন শুরুতে ছাত্র যুব ভবনের সামনে পতাকা উত্তোলন করে সংগঠনের মহকুমা সভাপতি সুব্রত দাস এবং অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর পর সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে যুব সংগঠনের ডাকে প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচি কে সামনে রেখে পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক মিছিল ও সভা সংগঠিত করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলা এসে শেষ হয় সেখানে হয় সভা।

সভায় ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সভাপতি সুব্রত দাস ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের নেতৃত্ব সুবীর ত্রিপুরা কে সভাপতি করে শুরু হয় সভার কাজ।সভায় উপস্থিত বক্তাগণ যুবকদের কাজ ও শিক্ষার দাবিতে ডিওয়াইএফ আই আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন পাশাপাশি পাঁচ দফার দাবীর উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন বক্তাগণ।

ডিওয়াইএফ আই বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির আয়োজিত কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফ আই রাজ্য সম্পাদক সভাপতি নবারুন দেব,পলাশ ভৌমিক, প্রাক্তন ছাত্র,যুব নেতৃত্ব বাসুদেব মজুমদার, তাপস দও,সুধন দাস,বিধায়ক দীপংকর সেন ও অশোক মিত্র, যুব সংগঠনের নেতৃত্ব মধুসুদন দত্ত,গৌতম সেন,রাকেশ বিশ্বাস সহ অন্যানরা।মিছিল শেষে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে করুনা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে ডিওয়াইএফ আই বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির ষোল তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আগামী দিনের কর্মসূচি, সংগঠন কে মজবুত করা এবং সাংগঠনিক বিষয় কমিটি গঠন সভাপতি সম্পাদক নির্বাচন সহ সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

করবুকে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: সাধারণ মানুষের কাছে সরকারী পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত ২২ মে গোমতী জেলার করবুক মহকুমার অন্তর্গত সিরিষ চন্দ্র পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে এলাকার জনগণকে সরকারী নানা পরিষেবা প্রদান করা হয়। শিবিরে ৫৭টি এসটি শংসাপত্রের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি ৫৬টি পি আর টি সি"র জন্য আবেদনপত্র এবং ১টি ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ২টি ব্যর্থ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে উদয়পুরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ মে: কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরব হন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিন প্রথম পর্বে উদয়পুরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি টিটন পাল, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিলন কর, ব্লক সভাপতি নিত্য গোপাল সাহা, রঞ্জিত দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা সভাপতি টিটন পাল অভিযোগ করেন, গত ১২ বছরের শাসনকালে দেশ অর্থনৈতিকভাবে বহু বছর পিছিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, একদিকে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, অন্যদিকে বেকারত্বের জেরে যুবসমাজ দিশাহীন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ার মুখে বলে দাবি করেন তিনি।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও দেশজুড়ে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছে বলে দাবি করেন তারা। এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র সরকারের নীতিকেই দায়ী করে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান কংগ্রেস নেতারা।

সাংবাদিক সম্মেলনের পর একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উদয়পুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। হাতে দলীয় পতাকা ও বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং সাধারণ মানুষের দাবি ও সমস্যাগুলিকে সামনে তুলে ধরা।

"জন ভাগিদারি অভিযান"-এর অগ্রগতি নিয়ে ধর্মনগরে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগরঃ কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে পালিত "জনজাতীয় গরিমা উৎসব ২০২৬"-এর অংশ হিসেবে "জন ভাগিদারি অভিযান সবসে দূর, সবসে পেহলে" কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে সোমবার ধর্মনগরের জেলাশাসক কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৮ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত পিএম-জনমন এবং ডিএ-জেজিইউএ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ এই ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছে।

এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ক্যাম্পেইনের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জনশুনানি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। প্রশাসনের দাবি, জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উত্তর জেলায় মোট ১২৩টি ক্যাম্পেইন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, কাঁঠালিয়ায় ১৮ পরিবারের ৩৬ ভোটারের তিপ্রা মথায় যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ মে : এডিসি এলাকায় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও স্বজনপোষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সোমবার ৩৬ নং শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঁঠালিয়া এডিসি ভিলেজের পঞ্চায়েত পাড়ায় ১৮ পরিবারের ৩৬ জন ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান করেন।

জানা গেছে, রেশমা জমাতিয়ার নেতৃত্বে এই যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যোগদানকারীদের মধ্যে জাতি ও জনজাতি উভয় সম্প্রদায়ের ভোটারই ছিলেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, তিপ্রা মথার সিনিয়র লিডার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা ,সিনিয়র লিডার জিতেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, এডিসি এলাকায় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠছে। সেই অসন্তোষ থেকেই বহু মানুষ ধীরে ধীরে দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

এলাকায় রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে চলার কারণে এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে তিপ্রা মথার সাংগঠনিক শক্তি ও জনভিত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও মনে করছে একাংশের রাজনৈতিক মহল।

এই যোগদান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কাঁঠালিয়া এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। আগামী দিনে এডিসি এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে এর প্রভাব পড়তে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। জাতি-জনজাতি উভয় অংশের ভোটারই ছিলেন।

ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান কর্মসূচি: পশ্চিম জেলায় ৬৮টি শিবিরে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে; ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান কর্মসূচির আওতায় ১৯ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ৮টি ব্লকের ৩৫টি এডিসি ভিলেজে ৬৮টি শিবির করা হয়েছে। এই শিবিরগুলিতে ১১ হাজার ১১৭ জন জনজাতি অংশের নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, এই কর্মসূচিতে ৬৮টি শিবিরের মাধ্যমে ৮৩৮ জনের আধার কার্ড নিবন্ধন ও সংশোধন করা হয়েছে। ৯২৬ জনকে এস.টি. সার্টিফিকেট ও পি.আর.টি.সি. দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২৯৭ জনকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, ৩১ জনকে জমির পাট্টা, ৪৬ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ৫৫ জনকে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ২,৭০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও শিবিরগুলিতে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনায় ২০ জন জনজাতিভুক্ত প্রসূতি মাকে আর্থিক সহায়তা এবং ১৮৩ জন কৃষককে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনার আওতায় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায় ৩৯ জনকে স্বল্প সুদে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুবিধা দেওয়া হয়েছে ২০টি পরিবারকে। পি.এম. পেনশন যোজনার সহায়তা দেওয়া হয়েছে ৪০টি পরিবারকে। এছাড়া পি.এম. জনধন যোজনায় ৪০টি, পি.এম. জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় ২৩টি, পি.এম. সুরক্ষা বীমা যোজনায় ১৬টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে পি.এম. উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ৫০টি পরিবারকে এল.পি.জি. গ্যাসের কানেকশন দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক অভিরাম দেববর্মা ও বিশেষ জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক তরুণ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

জনভাগীদারি অভিযান: খোয়াই জেলায় বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: ১৮ মে থেকে শুরু হওয়া জনভাগীদারি অভিযান কর্মসূচিতে খোয়াই জেলায় ১৯৮টি স্বাস্থ্য শিবির, ২০৪টি সচেতনতা কর্মসূচি এবং ৪২টি জনশুনানি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আজ বিকেলে জেলাশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই কর্মসূচির আওতায় জেলার ২টি মহকুমার অন্তর্গত ৬টি ব্লক এলাকায় অবস্থিত ৪১টি আদি সেবা কেন্দ্র এবং পি.এম. জনমন গ্রাম সমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ২৫ মে পর্যন্ত এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময়ে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে ২৮১ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড, ৯৭ জনকে পি.এম. কিষাণ কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। আধার কার্ড এনরোল এবং আপডেট করা হয়েছে ৬২৩ জনের। এছাড়া ৪৯ জনকে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায়, ৪১ জনকে পি.এম. জনধন যোজনার আওতায়, ৪৪ জনকে পি.এম. সুরক্ষা যোজনার আওতায়, ৮০৬ জনকে পি.এম. জীবনজ্যোতি বীমা যোজনার আওতায়, ৬৫ জনকে মুদ্রা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে।

চড়িলামে গরু বোঝাই গাড়ি আটক ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য, পুলিশের ভূমিকায় বাড়ছে রহস্য

চড়িলাম, ২৫ মে: ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে সোমবার চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী এলাকায় তৈরি হয় চরম উত্তেজনা। আগরতলা থেকে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি বিলাসবহুল গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারতেই সন্দেহের সৃষ্টি হয় স্থানীয়দের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকাবাসী গাড়িটিকে আটক করলে সামনে আসে চাঞ্চল্যকর দৃশ্য।

স্থানীয়দের দাবি, গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় তিনটি গরু। এরপর দুই যুবককে আটক করে ক্ষুব্ধ জনতা। অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা এলাকারই কয়েকজন পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে। আর সেই নাম সামনে আসতেই গোটা ঘটনায় যেন নতুন মাত্রা যোগ হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন। সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, "যদি শুধুই সাধারণ কেউ জড়িত থাকত, তাহলে হয়তো এতক্ষণে কড়া পদক্ষেপ দেখা যেত। কিন্তু এখন যাদের নাম উঠে আসছে, তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কতটা এগোবে তদন্ত?"

অনেকেই মনে করছেন, এই ঘটনায় শুধু গাড়ি আটক বা কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই দায় শেষ হচ্ছে না। বরং ধৃতদের মুখে উঠে আসা নামগুলির সূত্র ধরে পুরো চক্রের দিকে তদন্ত এগোয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, অতীতেও বহু ঘটনায় বড় বড় নাম সামনে এলেও শেষ পর্যন্ত বিষয়গুলি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে এবারও পুলিশ সত্যিই নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালাবে, নাকি প্রভাবশালীদের ছায়ায় তদন্তের গতি থেমে যাবে -তা নিয়েই তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা।

উত্তর ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড়সড় গতি: ৫টি নতুন অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রা শুরু করলেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। "পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিষেধক দূরীকরণ" দপ্তরের পক্ষ থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য ৫টি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। আজ, এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলির আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু (ফ্ল্যাগ অফ) হয়।

বিধায়ক জহর চক্রবর্তী সবুজ পতাকা নেড়ে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক চন্দ্র হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যান্য উচ্চপদস্থ স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ।

অ্যাম্বুলেন্স বণ্টন বিন্যাস:- জেলার প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা যাতে দ্রুত জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে অ্যাম্বুলেন্সগুলি ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপথখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গাছিরামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (উত্তর)-এর কার্যালয়ে দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আজকের এই মোবাইল চিকিৎসা পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে উত্তর ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব জোয়ার আসবে। প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীরা এখন থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবেন।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক চন্দ্র হালদার এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, এই নতুন অ্যাম্বুলেন্সগুলি যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রামীণ স্তরে রেফারেল ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে এবং সময়মতো চিকিৎসা প্রদান করে বহু মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে।

জনভাগিদারি অভিযানে উত্তর জেলায় ১২৩টি বিশেষ শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: ভারত সরকারের ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান কর্মসূচিতে জনজাতীয় গরিমা উৎসব ২০২৬ উপলক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সম্পন্ন হয়েছে জন ভাগিদারি অভিযান। এই কর্মসূচির সফলতা তুলে ধরার জন্য আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। জেলাশাসক কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক ললিত চাকমা। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক বলেন, এই বিশেষ অভিযানে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৭টি এডিসি ভিলেজকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

মোহনপুর ব্লকে মিডিয়াম স্কেল অর্নামেন্টাল ফিস রিয়ারিং ইউনিটের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে; মোহনপুর ব্লকের সাতডুবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মিডিয়াম স্কেল অর্নামেন্টাল ফিস রিয়ারিং ইউনিটের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৮ লক্ষ টাকা। শিলান্যাস উপলক্ষ্যে সাতডুবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিলা দাসের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাতডুবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন ঘোষ ও উপপ্রধান মনোরঞ্জন বিশ্বাস। মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শীখা দাস, মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা বিজয় রায়, মোহনপুর মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক দীপমালা রায় প্রমুখ। এছাড়া এলাকার মৎস্যচাষিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ধলাই জেলায় জন ভাগিদারি অভিযান কর্মসূচিতে ১১১টি শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: অ্যাসপিরেশনাল জেলা ধলাইতে জন ভাগিদারী অভিযান সবসে দূর, সবসে পেহেলে কর্মসূচির আওতায় গত ১৮ মে থেকে আজ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় মোট ১১১ টি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আজ ধলাই জেলাশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান অতিরিক্ত জেলা শাসক ভান লাল ডিকা ডার্লং।

তিনি বলেন এই ক্যাম্প গুলির মধ্য দিয়ে ৩২০৮৪ জন সুবিধাভোগী বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন। আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, পি আর টি সি, পেনশন যোজনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ সুবিধা গ্রহণ করে এর মধ্য দিয়ে প্রশাসন মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে। এই ক্যাম্প গুলিকে সার্বিকভাবে সফল করার লক্ষ্যে যারা সহায়তা করেছেন তাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

ডুকলি ব্লক ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আজ প্রথমবারের মতো ডুকলি ব্লকভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা বলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে সমাজে স্বীকৃতি এবং সম্মান পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় শিশুমনকে এই পথে বিকশিত করতে হবে। সংস্কৃতি চর্চা ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

তাই স্কুল স্তরের সংস্কৃতি চর্চার গতি বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ডুকলি ব্লকভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে দ্বিতীয় এভি ফিস্টুলা সার্জিক্যাল ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে; আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে এবং শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় গত ২১ ও ২২ মে দ্বিতীয় এ.ভি. (আর্টেরিও ভেনাস) ফিস্টুলা ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বমোট ১৬ জন রোগীকে এ.ভি. (আর্টেরিও ভেনাস) ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। ২০ মে বিকাল ৪:৩০ মিনিট থেকে দ্বিতীয় এ.ভি. ফিস্টুলা ক্যাম্পের স্ক্রিনিং শুরু হয়। মোট ৬৭ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে স্ক্রিনিং হয় ৪৯ জনের এবং সর্বমোট ১৬ জনের এ.ভি. ফিস্টুলা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই এ.ভি. ফিস্টুলা সার্জিক্যাল ক্যাম্পের টিমে ছিলেন এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্লাস্টিক সার্জন ডা. নীলোৎপল দে, নেফ্রোলজিস্ট ডা. মানস গোপ এবং শিজা হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জেন ডা. ইন্দ্রনীল দত্ত, ডা. সিদ্ধার্থ সাহা (ডি.এন.বি. প্লাস্টিক সার্জন) এছাড়া জিবিপি হাসপাতালের অন্যান্য ও.টি. নার্স, ফ্লোর নার্স ও ও.টি. টেকনিশিয়ানরা উপস্থিত ছিলেন। এই ১৬ জন রোগীর সফলভাবে এ.ভি. ফিস্টুলা অপারেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হওয়াতে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভবিষ্যতেও এই ধরনের ক্যাম্প জারি থাকবে। যাদের এই অপারেশনের প্রয়োজন তাদের জিবি হাসপাতালের নেফ্রলজি বিভাগের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas